শেয়ার বাজার: ইসলামী শরিআতের দৃষ্টিভঙ্গি ও দিকনির্দেশনা

লেখক : মো ঃ তাজাম্মুল হক সালাফী

ভূমিকা :

বর্তমান বিশ্বে অর্থনীতি ও বিনিয়োগব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে **শেয়ার মার্কেট বা পুঁজিবাজার**। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, প্রযুক্তির উন্নতি এবং অনলাইনভিত্তিক লেনদেনের সহজলভ্যতার কারণে আজ একজন সাধারণ মানুষও ঘরে বসে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করতে পারেন। কেউ দীর্ঘমেয়াদে সম্পদ গড়ার উদ্দেশ্যে শেয়ার কেনেন, কেউ স্বল্পমেয়াদি লাভের আশায় লেনদেন করেন, আবার কেউ ইন্ট্রাডে, ফিউচার, অপশন, মার্জিন বা শর্ট সেলিংয়ের মতো বিভিন্ন পদ্ধতিতে বাজারে অংশগ্রহণ করেন।

কিন্তু একজন মুমিন-মুসলিম শুধু ব্যবসার লাভ-ক্ষতি দেখেই যে কোনো ব্যবসাকে হালাল মনে করে না এবং তাতে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে শরিআতের বিধি-নিষিধের দিকগুলি খতিয়ে দেখে। বলাবাহুল্য শেয়ার মার্কেটের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো— **এই ব্যবসার পণ্য, পদ্ধতি, ক্রয় ও বিক্রয় পদ্ধতি কি শরিয়তসম্মত?**

ইসলাম মানুষের উপার্জন ও সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুস্পষ্ট নীতিমালা দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা।" [সূরা নিসা-২৯]

আল্লাহ তাআলা সুদকে স্পষ্টভাবে হারাম করেছেন—

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" [সূরা বাক্বারাহ-২৭৫]

অতএব, কোনো আর্থিক লেনদেনে শুধু লাভের সম্ভাবনা থাকলেই তা ইসলামে বৈধ হয়ে যায় না। লেনদেনের **বিষয়বস্তু, চুক্তির প্রকৃতি, মালিকানা, দখল, ঝুঁকি, সুদ, জুয়া, অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা, প্রতারণা এবং অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণের বিষয়গুলোও** শরিয়তের দৃষ্টিতে বিবেচ্য। শেয়ার মার্কেটের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য।

এই আলোচনায় প্রথমে শেয়ার ও শেয়ার মার্কেটের মৌলিক ধারণা তুলে ধরা হবে। এরপর **ডেলিভারি বা ক্যাশ মার্কেট, ইন্ট্রাডে/ডে ট্রেডিং, সুইং ট্রেডিং, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ, শর্ট সেলিং, মার্জিন ট্রেডিং, ফিউচার ও অপশন**—প্রতিটি লেনদেনের প্রকৃতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হবে। তারপর দেখা হবে, এসব লেনদেনের কোনটি শরিয়তসম্মত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, কোনটির মধ্যে স্পষ্ট হারাম উপাদান রয়েছে এবং কোন বিষয়গুলোতে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য বা বিশেষ ফিকহি বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রবন্ধ সেই সচেতনতারই একটি সংক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা—**শেয়ার মার্কেটকে শুধু একজন বিনিয়োগকারীর চোখে নয়, একজন মুসলিমের ঈমান, আমল ও হালাল উপার্জনের দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখার একটি প্রয়াস।**

শেয়ার মার্কেট : পরিচিতি

১.১ শেয়ার কী?

Share শব্দের অর্থ হলো অংশ বা অংশীদারি। কোনো কোম্পানি তার ব্যবসার মূলধন সংগ্রহের জন্য যখন তার মালিকানাকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে এবং সেই অংশগুলো বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করে, তখন প্রতিটি অংশকে **শেয়ার (Share)** বলা হয়।

সহজভাবে বলা যায়—**একটি কোম্পানির মোট মালিকানার ক্ষুদ্র একটি অংশ হলো একটি শেয়ার।**

ধরা যাক, একটি কোম্পানির মোট মূলধন ১০ কোটি টাকা এবং সেটিকে ১ কোটি শেয়ারে ভাগ করা হলো। তাহলে প্রতিটি শেয়ার সেই কোম্পানির মালিকানার একটি ক্ষুদ্র অংশকে প্রতিনিধিত্ব করবে। কেউ যদি ১০,০০০টি শেয়ার কিনেন, তাহলে তিনি কোম্পানিটির একজন ক্ষুদ্র অংশীদার বা **শেয়ারহোল্ডার (Shareholder)** হয়ে যাবেন।

তবে শেয়ারের মালিক হওয়া মানে এই নয় যে, তিনি কোম্পানির অফিসে গিয়ে নিজের ইচ্ছামতো সম্পদ ব্যবহার করতে পারবেন। বরং তার মালিকানা কোম্পানির আইনগত কাঠামো অনুযায়ী নির্ধারিত অধিকার ও স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

১.২ শেয়ার কেন ক্রয় বিক্রয় করা হয়?

কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনার জন্য মূলধনের প্রয়োজন হয়। ব্যবসা সম্প্রসারণ, নতুন কারখানা স্থাপন, প্রযুক্তি উন্নয়ন, কর্মী নিয়োগ কিংবা নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য কোম্পানি মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।

একটি পদ্ধতি হলো—ব্যাংক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো—কোম্পানির মালিকানার অংশ অর্থাৎ শেয়ার সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করা।

এর ফলে—**কোম্পানি → মূলধন পায় , বিনিয়োগকারী → কোম্পানির অংশীদারিত্ব পায়।**

কোম্পানি লাভ করলে তার অংশীদাররা বিভিন্নভাবে উপকৃত হতে পারেন। যেমন—শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং কোম্পানি মুনাফার একটি অংশ **ডিভিডেন্ড (Dividend)** হিসেবে দিতে পারে।

১.৩ শেয়ার মার্কেট কী?

শেয়ার মার্কেট বা Stock Market হলো এমন একটি সংগঠিত বাজারব্যবস্থা, যেখানে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এখানে "মার্কেট" বলতে শুধু একটি নির্দিষ্ট ভবন বা স্থানকে বোঝানো হয় না। আধুনিক সময়ে অধিকাংশ লেনদেন ইলেকট্রনিক বা অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ভারতের ক্ষেত্রে প্রধান স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে—

- **NSE — National Stock Exchange**
- **BSE — Bombay Stock Exchange**

একজন সাধারণ বিনিয়োগকারী সাধারণত সরাসরি স্টক এক্সচেঞ্জে গিয়ে শেয়ার কেনেন না। তিনি একটি **SEBI-নিবন্ধিত ব্রোকার** বা ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অর্ডার দেন। ব্রোকার সেই অর্ডারকে সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জে পাঠায়। [ব্রোকার হল মধ্যস্ততাকারী বা দালাল]

১.৪ শেয়ার মার্কেট কীভাবে কাজ করে? একটি সাধারণ শেয়ার কেনার প্রক্রিয়াটি মোটামুটি এভাবে বোঝা যায়—

বিনিয়োগকারী → ব্রোকার/ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম → স্টক এক্সচেঞ্জ → বিক্রেতা

ধরা যাক, রহিম একটি কোম্পানির ১০টি শেয়ার কিনতে চান। তিনি তার ব্রোকারের অ্যাপ বা ওয়েবসাইটে গিয়ে ১০টি শেয়ার কেনার অর্ডার দিলেন।

অন্যদিকে করিম একই কোম্পানির ১০টি শেয়ার বিক্রি করতে চান। বাজারে যদি রহিমের ক্রয়-অর্ডার এবং করিমের বিক্রয়-অর্ডারের মূল্য ও অন্যান্য শর্ত মিলে যায়, তাহলে লেনদেন সম্পন্ন হতে পারে। এরপর নির্ধারিত **settlement** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেয়ার ক্রেতার অ্যাকাউন্টে এবং অর্থ বিক্রেতার কাছে পৌঁছায়।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—**অর্ডার দেওয়া, অর্ডার execute হওয়া এবং প্রকৃত মালিকানা/দখল (قبض) অর্জন—এই বিষয়গুলো সবসময় একই মুহূর্তে ঘটে না। কয়েক ঘন্টা বা এক-দুদিন সময় লাগে।**

১.৫ IPO ও Secondary Market

শেয়ার মার্কেটকে বোঝার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—

ক. Primary Market : কোনো কোম্পানি যখন প্রথমবার সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করে, তখন তাকে **Primary Market** বলা হয়।

যেমন, কোনো কোম্পানি প্রথমবার সাধারণ মানুষের জন্য শেয়ার ছাড়ল। এটিকে সাধারণত **IPO (Initial Public Offering)** বলা হয়।

খ. Secondary Market : কোম্পানির শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর বিনিয়োগকারীরা একে অপরের মধ্যে সেই শেয়ার কেনাবেচা করেন। এটিকে **Secondary Market** বলা হয়।

উদাহরণ: রহিম কোম্পানি থেকে IPO-এর মাধ্যমে শেয়ার কিনলেন। পরে তিনি সেই শেয়ার করিমের কাছে বিক্রি করলেন। এই পরবর্তী লেনদেন Secondary Market-এর অন্তর্ভুক্ত।

১.৬ শেয়ারের দাম কেন ওঠানামা করে?

শেয়ারের বাজারমূল্য স্থির থাকে না। বিভিন্ন কারণে এর মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে। যেমন—

1. কোম্পানির লাভ-ক্ষতির পরিবর্তন
2. কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
3. পণ্য বা পরিষেবার চাহিদা

4. অর্থনৈতিক পরিস্থিতি
5. সুদের হার ও মুদ্রাস্ফীতি
6. সরকারি নীতি
7. রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি
8. বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা
9. বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার চাপ
10. **market manipulation** বা কৃত্রিমভাবে দাম বাড়ানো বা কমানো হয়।

উদাহরণস্বরূপ, একটি কোম্পানি যদি প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি লাভ করে এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো করার সম্ভাবনা তৈরি হয়, তাহলে অনেক বিনিয়োগকারী তার শেয়ার কিনতে চাইতে পারেন। ফলে চাহিদা বাড়লে শেয়ারের বাজারমূল্যও বাড়তে পারে।

আবার কোম্পানির ব্যবসা খারাপ হলে বা ভবিষ্যৎ নিয়ে নেতিবাচক খবর প্রকাশিত হলে বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বিক্রি করতে পারেন। ফলে মূল্য কমে যেতে পারে।

Pump and Dump: প্রথমে কোনো শেয়ারের বিষয়ে প্রচার করে মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত আগ্রহ তৈরি করা হলো। অনেক মানুষ কিনতে শুরু করল এবং দাম বাড়ল। এরপর যারা আগে শেয়ার কিনেছিল তারা বেশি দামে বিক্রি করে বেরিয়ে গেল। পরে দাম পড়ে গিয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

১.৭ শেয়ার থেকে বিনিয়োগকারী কীভাবে লাভ করেন? সাধারণভাবে শেয়ার থেকে লাভের দুটি প্রধান পথ রয়েছে।

ক. Capital Gain : কম দামে শেয়ার কিনে বেশি দামে বিক্রি করলে যে লাভ হয় তাকে **Capital Gain** বলা হয়।

উদাহরণ:

রহিম ১০০ টাকা দামে একটি শেয়ার কিনলেন।

কিছুদিন পর শেয়ারের মূল্য হলো ১৩০ টাকা।

তিনি ১৩০ টাকায় বিক্রি করলেন।

তাহলে—

ক্রয়মূল্য	**=**	**১০০**	**টাকা**
বিক্রয়মূল্য	**=**	**১৩০**	**টাকা**
লাভ = ৩০ টাকা			

অবশ্য বাস্তবে ব্রোকারেজ, কর, চার্জ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হয়।

খ. Dividend

কোম্পানি লাভ করলে এবং তার নীতিমালা ও অনুমোদন অনুযায়ী লাভের একটি অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করতে পারে। এই অর্থকে **Dividend** বলা হয়। তবে কোনো কোম্পানি লাভ করলেই প্রত্যেক বছর অবশ্যই ডিভিডেন্ড দেবে—এমন নয়।

১.৮ বিনিয়োগ ও ট্রেডিং—এক জিনিস নয়

শেয়ার মার্কেটে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য এক নয়।

কেউ একটি ভালো কোম্পানির শেয়ার কিনে বহু বছর ধরে রাখতে চান। এটি সাধারণত **Investment** বা বিনিয়োগের পর্যায়ে পড়ে। আবার কেউ কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মূল্য ওঠানামা থেকে লাভ করার উদ্দেশ্যে শেয়ার কেনাবেচা করেন। এটিকে সাধারণত **Swing Trading** বলা হয়।

কেউ একই দিনের মধ্যে শেয়ার কিনে আবার বিক্রি করেন। এটি **Intraday/Day Trading**।

আবার কেউ এমন শেয়ার বিক্রি করেন যা তার নিজের মালিকানায় নেই—এটি **Short Selling**।

এছাড়া রয়েছে **Margin Trading, Futures এবং Options** ইত্যাদি।

এগুলোর বাহ্যিক উদ্দেশ্য "লাভ করা" হলেও শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রতিটি পদ্ধতির চুক্তি, মালিকানা, দখল, ঝুঁকি এবং অন্যান্য উপাদান আলাদাভাবে পরীক্ষা করতে হয়।

- আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, শেয়ার মার্কেটে বলতে সাধারণ কোনো পার্টনারশিপে বা শরীকানা ব্যবসাকে বোঝায় না। এখানে শুধু লাভ ক্ষতির বিষয় নয়। বরং এখানে অনেক কিছুই জটিল নিয়ম কানুন ও শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের নিয়ম জানতে হয়। শরীকানা ব্যবসায় আপনি শরীক হিসাবে ব্যবসায়ী পদ্ধতি ও নিয়ম তৈরিতে ভূমিকা পালন করতে পারবেন কিন্তু শেয়ার মার্কেটে আপনি বড় জোর তাদের দেওয়া লভ্যাংশ পাবেন এবং শেয়ার দাম বাড়লে মুনাফা করতে পারবেন। সাধারণ শরীকানা ব্যবসায় আপনি শরিআতের বিধি নিষেধ মেনে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন কিন্তু শেয়ার মার্কেটের ব্যবসায় আপনাকে খোঁজ করতে হবে, কোম্পানি হারামের সঙ্গে যুক্ত আছে কিনা। হারামের সঙ্গে যুক্ত থাকলে আপনাকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আপনি তার প্রতিবাদও করতে পারবেন না, সেখান থেকে সরে আসার ছাড়া কোনো স্বাধীনতা নেই। সাধারণ পার্টনারশিপের ব্যবসায় আপনি স্বাধীন অংশীদার কিন্তু শেয়ার মার্কেটের শেয়ার হোল্ডার মাত্র।

❖ শরিয়াহর দৃষ্টিতে শেয়ার মার্কেটের পর্যালোচনা :

ব্যবসার পণ্য, পুঁজি বিনিয়োগ ও লগ্নি এবং ব্যবসার পদ্ধতি অনুযায়ী শেয়ার মার্কেটে অংশগ্রহণকারী কোম্পানিগুলিকে মোট ৪ ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব, ইন শা আল্লাহ : **১) সম্পূর্ণ হারাম পণ্য বা হারাম সেবা উৎপাদন ও বিপণনকারী কোম্পানি, ২) হালাল ও হারাম উভয় প্রকার পণ্য বা সেবা উৎপাদন ও বিপণনকারী কোম্পানি, ৩) সম্পূর্ণ হালাল পণ্য উৎপাদন ও বিপণনকারী এবং সম্পূর্ণ সূদমুক্ত কোম্পানি এবং ৪) সম্পূর্ণ হালাল পণ্য উৎপাদন ও বিপণনকারী কিন্তু সুদী লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানী।**

❖ ১) সম্পূর্ণ হারাম পণ্য বা হারাম সেবা উৎপাদন ও বিক্রিয়কারী কোম্পানি:

যদি কোম্পানি কেবলমাত্র হারাম পণ্য বা হারাস সেবা উৎপাদন ও বিপণন করে— যেমন মদ, জুয়া, পর্নোগ্রাফি বা শরিয়তে নিষিদ্ধ অন্য কোনো পণ্য দ্রব্য বা সেবা , তাহলে সেই কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা এবং সেই কোম্পানি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা নিঃসন্দেহে হারাম।

❖ ২) কিছু হালাল ও কিছু হারাম পণ্য বা সেবা উৎপাদন ও বিপণনকারী কোম্পানি :

এধরণের কোম্পানির শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা এবং লভ্যাংশ গ্রহণ করা হারাম। সৌদি আরবে ফাতাওয়া কমিটি লাজনা দায়েমা এ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তরে বলে :

আপনি যে কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছেন, সেটি যদি সুদ বা অন্য কোনো হারাম উপায়ে লেনদেন না করে, তবে তার লভ্যাংশ আপনার জন্য হালাল। আর যদি কোম্পানিটি হারামের সাথে লিপ্ত থাকে বা হারামের লেনদেন করে, তবে তাতে বিনিয়োগ করা জায়েজ নয় এবং তার লভ্যাংশও হারাম। আল্লাহই তাওফিক দানকারী। আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের (সাহাবিদের) ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন। গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (লাজনাহ আদ-দাইমাহ) , খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৩০১।

❖ (১ ও ২) উভয় প্রকার কোম্পানির হারাম হওয়ার শারয়ী দলীলসমূহ :

ইসলামে যেকোনো ধরনের পাপ বা অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেসব কোম্পানি শুধুমাত্র শরিয়ত পরিপন্থী ও হারাম পণ্য বা সেবা (যেমন: মদ, জুয়া, পর্নোগ্রাফি, সুদ ইত্যাদি) উৎপাদন ও বিপণন করে, তাদের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা এবং সেখানে বিনিয়োগ করা নিঃসন্দেহে হারাম ও সম্পূর্ণ অবৈধ।

কুরআনের দলীল :

পাপ কাজ করা ও পাপের কাজে সহযোগিতা করা হারাম : ব্যবসায় শেয়ার কেনার অর্থ হলো আপনি সেই কোম্পানির আংশিক মালিকানা লাভ করছেন এবং তাদের মূলধন জোগাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা যেকোনো পাপাচারের কাজে একে অপরকে সাহায্য করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)

"তোমরা সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" *(সূরা আল-মা'ইদাহ, আয়াত: ২)*

মদ, জুয়া ও নোংরামির সরাসরি নিষেধাজ্ঞা: আল্লাহ তাআলা এই ধরণের ব্যবসাকে শয়তানের অপবিত্র কাজ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

"হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ—এসবই শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব, তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।" [সূরা আল-মা'ইদাহ, আয়াত: ৯০]

হাদীসের দলীল :

- যা হারাম, তার ব্যবসা ও উপার্জনও হারাম: রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি সার্বজনীন নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ যে জিনিসকে মানুষের জন্য হারাম করেছেন, তার কেনা-বেচা এবং তা থেকে লভ্যাংশ গ্রহণ করাও হারাম:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، ثَلَاثًا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

"আল্লাহ ইহুদিদের ওপর অভিশাপ (লানত) বর্ষণ করুন —তিনি এটি তিনবার বললেন— নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের জন্য (মৃত পশুর) চর্বি ভক্ষণ হারাম করেছিলেন, কিন্তু তারা তা বিক্রি করল এবং তার মূল্য ভোগ করল। আর আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতির ওপর কোনো কিছু আহার করা হারাম করেন, তখন তার মূল্যও (ক্রয়-বিক্রয় ও তা থেকে উপার্জিত অর্থ) তাদের জন্য হারাম করে দেন।" [সুনানে আবু দাউদ-৩৪৮৮, সহীহ]

- হারাম পণ্যের পুরো সাপ্লাই চেইনের ওপর অভিশাপ: কোনো বিনিয়োগকারী নিজে মদ না খেলেও বা জুয়া না খেললেও, সেই ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করার কারণে তিনি অপরাধের অংশীদার হন। মদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ "

"মদের সাথে সম্পৃক্ত দশ শ্রেণীর লোকের ওপর আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন: যে মদ তৈরি করে, যার জন্য তৈরি করা হয়, যে পান করে, যে বহন করে নিয়ে যায়, যার কাছে বহন করে নেওয়া হয়, যে পরিবেশন করে, যে বিক্রি করে, যে তার মূল্য ভোগ করে, যে ক্রয় করে এবং যার জন্য ক্রয় করা হয়।" *(তিরমিজি-১২৯৫, হাসান সহীহ)*

- অশ্লীলতা ও পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে উপার্জনকে নিষিদ্ধকরণ: যৌন উত্তেজক, অশ্লীল বা পর্নোগ্রাফি ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ

"রাসূলুল্লাহ (সা.) কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর উপার্জন (অশ্লীল উপায়ে আয়) এবং গণকের বকশিস গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।" *(সহীহ বুখারী-২২৩৭)।*

আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ» "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ, মৃত জন্তু, শুকর ও মূর্তি বিক্রি হারাম করেছেন।" (সহীহ বুখারী-২২৩৬)।

প্রয়োগ: একটি হারাম কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার বা মালিক হিসেবে বিনিয়োগকারী পরোক্ষভাবে সেই পণ্য বিক্রি এবং তার মূল্য বা লভ্যাংশ ভোগের সাথে সরাসরি জড়িয়ে যান।

❖ ৩) সম্পূর্ণ হালাল পণ্য উৎপাদন ও বিপণনকারী এবং সম্পূর্ণ সূদমুক্ত কোম্পানি :

যদি কোনো কোম্পানির মূল ব্যবসা হালাল হয়, কোম্পানি সূদে ঋণ গ্রহণ না করে বা কোম্পানির অতিরিক্ত অর্থ হারাম ব্যবসায় বা সূদ ভিত্তিক সংস্থায় লগ্নি না করে, তাহলে এ ধরণের কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করাও সরাসরি হালাল নয়। কারণ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন তখনই হালাল হবে যখন ব্যবসার পণ্য বা সেবা হালাল হবে এবং ব্যবসার পদ্ধতিও শরিআতসম্মত হবে। এ জন্য এ ধরণের কোম্পানির শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা শর্তসাপেক্ষে হালাল। শর্ত হল শেয়ার ক্রয় ও

বিক্রয় করার জন্য হারাম পদ্ধতি বা সন্দেহযুক্ত পদ্ধতি পরিত্যাগ করতে হবে। শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের এমনও কিছু পদ্ধতি রয়েছে যা সরাসরি শরিআতের পরিপন্থী। সুতরাং কোম্পানির মূল ব্যবসা হালাম ও সূদমুক্ত হলেও পদ্ধতিগত কারণে উপার্জন হারাম হয়ে যাবে। যেমন-

ক) মার্জিন ট্রেডিং : মার্জিন ট্রেডিং (Margin Trading) হলো নিজের জমানো মূলধনের পাশাপাশি ব্রোকার বা এক্সচেঞ্জের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে শেয়ার ক্রয় করার একটি প্রক্রিয়া। সহজ কথায়, এটি লিভারেজ (Leverages) বা ধারের টাকা ব্যবহার করে বড় অঙ্কের ট্রেড করার একটি মাধ্যম, যার উদ্দেশ্য থাকে অল্প পুঁজিতে বেশি মুনাফা অর্জন করা। এ জন্য ব্রোকারকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হয়ে। একে মার্জিন ইনটারেষ্ট বা **ফাইন্যান্সিং ফি (Financing Fee)** বলা হয়।

- **এক কথায় মার্জিন ট্রেডিং হল সূদে টাকা ধার নিয়ে ব্যবসা করা। আর সূদের টাকা ধার নিয়ে ব্যবসা করা হারাম। আল্লাহ তাআল বলেন- وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন [সূরা বাক্বারাহ-২৭৫]।**

খ) অপশন : শেয়ার বাজারে অপশন (Option) হলো এমন এক ধরণের আর্থিক চুক্তি, যা ক্রেতাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দামে কোনো শেয়ার কেনা বা বিক্রি করার অধিকার দেয়, তবে কোনো বাধ্যবাধকতা (Obligation) দেয় না। এটি মূলত এক প্রকার 'ডেরিভেটিভ' (Derivative), যার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই এবং এর মূল্য মূল শেয়ারের দামের ওপর নির্ভর করে ওঠানামা করে।

সহজ ভাষায়, এটি শেয়ারের ভবিষ্যৎ দামের ওপর এক ধরণের অগ্রিম বুকিং বা চুক্তি।

অপশনের প্রকারভেদ : অপশন মূলত দুই প্রকারের হয়:

1. **কল অপশন (Call Option):** শেয়ারের দাম **বাড়বে** মনে করলে এটি কেনা হয়। এটি আপনাকে নির্দিষ্ট দামে শেয়ার *কেনার* অধিকার দেয়।
2. **পুট অপশন (Put Option):** শেয়ারের দাম **কমবে** মনে করলে এটি কেনা হয়। এটি আপনাকে নির্দিষ্ট দামে শেয়ার *বিক্রি করার* অধিকার দেয়।

ইসলামী শরীয়াহর (Shariah Law) দৃষ্টিতে প্রচলিত অপশন ট্রেডিং (Options Trading) সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ (Impermissible)। শরীয়াহ অনুযায়ী অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা বা আপত্তিগুলো নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

- **গারার (Gharar) বা অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা**

ইসলামী অর্থনীতিতে এমন কোনো চুক্তি করা নিষিদ্ধ যাতে চরম অনিশ্চয়তা বা অস্পষ্টতা থাকে. অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা মূলত একটি "অধিকার" বা "সম্ভাবনা" কেনার জন্য প্রিমিয়াম দেন, কোনো বাস্তব সম্পদ কেনেন না. ভবিষ্যৎ মূল্য কোন দিকে যাবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হওয়ায় এটি **গারার বা ধোকার** আওতাভুক্ত এবং নিষিদ্ধ। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কঙ্কর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় এবং অনিশ্চয়তাপূর্ণ (গারার) লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন [মুসলিম-১৫১৩]।"

সহীহ মুসলিমের বিখ্যাত হাদীস ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী (রহ.)-এর মতে, যে ব্যবসার লেনদেনে পণ্যের অস্তিত্ব, পরিমাণ, গুণাগুণ বা তা হস্তান্তরের বিষয়টি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, অস্পষ্ট এবং ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে ধোঁকার সম্ভাবনা থাকে, তাকে **'বাইউল গারার'** বা অনিশ্চয়তাযুক্ত ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়।

- ### মাইসির (Maysir) বা জুয়া

অপশন ট্রেডিংয়ের মূল উদ্দেশ্য থাকে বাজারের মূল্য পরিবর্তনের ওপর বাজি ধরা. এখানে এক পক্ষ লাভ করলে অন্য পক্ষকে প্রিমিয়াম বা সম্পূর্ণ অর্থ হারাতে হয়. এটি কোনো ব্যবসায়িক বিনিয়োগ নয়, বরং মূল্যের ওঠানামার ওপর ভিত্তি করে এক ধরণের আর্থিক জুয়া বা **মাইসির**, যা কুরআনে স্পষ্ট হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও [সূরা মায়েদা-৯০]।

- ### মালিকানাহীন সম্পদ বিক্রয়

রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন—**لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ** "যা তোমার মালিকানায় নেই, তা বিক্রি করো না [আবূ দাউদ-৩৫০৩, সহীহ]।" অপশন ট্রেডিংয়ে ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউই চুক্তির সময় মূল শেয়ার বা সম্পদের মালিক হন না. তারা কেবল দাম বাড়া-কমার একটি চুক্তির কাগজ (Derivative) কেনাবেচা করেন, যা শরীয়াহসম্মত কোনো বৈধ পণ্য বা সেবা নয়।

- ### প্রিমিয়াম গ্রহণ

অপশন চুক্তিতে ক্রেতা বিক্রেতাকে যে 'প্রিমিয়াম' (Fee) দেয়, তা মূলত একটি প্রতিশ্রুতির (Promise) বিনিময়ে দেওয়া অর্থ শরীয়াহ অনুযায়ী, কেবল একটি মৌখিক বা লিখিত প্রতিশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে কোনো আর্থিক ফি নেওয়া বা দেওয়া বৈধ নয়, কারণ এর বিপরীতে কোনো বাস্তব পণ্য বা সেবার বিনিময় ঘটে না।

গ) ফিউচার :

ফিউচারস ট্রেডিং (Futures Trading) হলো একটি আইনি চুক্তি, যেখানে দুটি পক্ষ ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট তারিখে এবং আগে থেকে নির্ধারিত দামে কোনো সম্পদ (যেমন: শেয়ার, সোনা, অপরিশোধিত তেল বা ক্রিপ্টোকারেন্সি) কেনা বা বিক্রি করার প্রতিশ্রুতি দেয়। অপশন ট্রেডিংয়ের মতো এখানে চুক্তিটি রক্ষা করা ঐচ্ছিক নয়, বরং নির্ধারিত তারিখে চুক্তিটি সম্পন্ন করতে উভয় পক্ষই **আইনগতভাবে বাধ্য** থাকে।

ফিউচারস ট্রেডিং কী? (একটি বাস্তব উদাহরণ)

ধরুন, আপনি একজন কৃষক এবং আপনি ধান চাষ করেছেন। ধান পাকার পর বাজারে দাম কমে যাওয়ার ভয়ে আপনি চিন্তিত। অন্যদিকে, একজন পাইকারি ব্যবসায়ী ভয় পাচ্ছেন যে ভবিষ্যতে ধানের দাম অনেক বেড়ে যেতে পারে।

- **চুক্তি:** আপনারা দুজনে আজ একটি ফিউচারস চুক্তি করলেন যে, **৩ মাস পর** ব্যবসায়ী আপনার কাছ থেকে **১,০০০ টাকা মণ** দরে ১০০ মণ ধান কিনবেন।
- **ফলাফল:** ৩ মাস পর বাজারে ধানের আসল দাম ৮০০ টাকা হোক বা ১,৫০০ টাকা, ব্যবসায়ী আপনার কাছ থেকে ১,০০০ টাকা দরেই ধান কিনতে বাধ্য এবং আপনিও সেই দামেই বিক্রি করতে বাধ্য।

শেয়ার বাজারে এই চুক্তিগুলোই কাগজের বা ডিজিটাল মূল্যের ওপর ভিত্তি করে ট্রেড করা হয়, যেখানে বেশির ভাগ সময় বাস্তব পণ্যের ডেলিভারি না নিয়ে কেবল দামের পার্থক্যের টাকা (Cash Settlement) আদান-প্রদান করা হয়।

শরীয়তের বিধান: ফিউচারস ট্রেডিং কি হালাল?

ইসলামী শরীয়াহর দৃষ্টিতে প্রচলিত ফিউচারস ট্রেডিং (Futures Trading) সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ। ফিউচারস ট্রেডিং নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- ➡ **মালিকানাহীন এবং অস্তিত্বহীন পণ্য বিক্রয় :** ফিউচারস চুক্তির সময় বিক্রেতার কাছে পণ্যটি বা শেয়ারটি বাস্তবে থাকে না। ইসলামে এমন কোনো জিনিসের কেনাবেচা জায়েজ নেই যা চুক্তির মুহূর্তে বিক্রেতার মালিকানায় বা অস্তিত্বে নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন—لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "যা তোমার মালিকানায় নেই, তা বিক্রি করো না [আবূ দাউদ-৩৫০৩, সহীহ]।"
- ➡ **ক্যালি-বিল-ক্যালি বা ধারের বিপরীতে ধার:** এটি ইসলামের একটি নিষিদ্ধ ক্রয় ব্যবস্থা। ফিউচারস ট্রেডিংয়ে পণ্যের ডেলিভারি এবং মূল্য পরিশোধ—দুটিই ভবিষ্যতের কোনো তারিখে করা হয়। অর্থাৎ, এখানে বর্তমানের কোনো আদান-প্রদান ঘটে না, কেবল দুটি ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতির মধ্যে লেনদেন হয়, যা শরীয়াহ অনুযায়ী অবৈধ [লাজনা দায়েমা ঃ ১৩/৩৩৯]।
- ➡ **জুয়া ও মূল্যের ওপর বাজি ধরা (Maysir):** আধুনিক শেয়ার বাজারে ফিউচারস ট্রেডিংয়ের মূল উদ্দেশ্য পণ্য কেনা নয়, বরং দামের ওঠানামার ওপর বাজি ধরে টাকা আয় করা। এখানে এক পক্ষের লাভ মানেই অপর পক্ষের নিশ্চিত ক্ষতি, যা জুয়ার (মাইসির) সমতুল্য। জুয়া হারাম [সূরা মায়েদা-৯০]।
- ➡ **নগদ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ফাটকাবাজি (Cash Settlement):** ৯৯% ফিউচারস ট্রেডে কোনো পণ্যের প্রকৃত মালিকানা হস্তান্তর হয় না। মেয়াদ শেষে কেবল দামের পার্থক্য হিসাব করে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে টাকা দিয়ে দেয়। এটি ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো প্রকৃত ব্যবসা বা বাণিজ্য নয়। পণ্য ছাড়া ব্যবসা হয় না [রিসালাতুন ফিল ফিকহিল মুয়াসসির ঃ ১/২১১]।

✅ শরীয়াহ-সম্মত বিকল্প: বৈধ্য অগ্রিম চুক্তি (বাই-আস-সালাম)

ইসলামে বিশেষ প্রয়োজনে ভবিষ্যতে পণ্য সরবরাহের একটি বৈধ নিয়ম রয়েছে, যাকে **'সালাম' (Salam Contract)** বলা হয়। তবে সাধারণ ফিউচারস ট্রেডিংয়ের সাথে এর দুটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে যা একে হালাল করে:

1. **অগ্রিম সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ:** সালাম চুক্তির সময় ক্রেতা পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য **নগদ এবং অগ্রিম** বিক্রেতাকে দিয়ে দিতে হয় (ফিউচারসের মতো সামান্য মার্জিন মানি দিলে হবে না)।

2. **পণ্যের স্পষ্ট বিবরণ:** পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ এবং ডেলিভারির সময় সুনির্দিষ্ট হতে হবে। শর্তানুযায়ী বিক্রেতা সুনির্দিষ্টি সময়ে মাল ডেলিভেরি দিতে বাধ্য থাকবে। এটি সাধারণত কৃষক বা উৎপাদকদের মূলধন জোগাতে ব্যবহৃত হয়, শেয়ার বাজারে বাজি ধরার জন্য নয়। শেয়ার বাজারের ফিউচারের শেয়ারের লেনদেনিই হয় না। ফটকাবাজি হয়।

ঘ) ইনট্রাডে ট্রেডিং :

ইনট্রাডে ট্রেডিং (Intraday Trading) বা ডে ট্রেডিং (Day Trading) হলো একই কার্যদিবসের (Same Day) মধ্যে শেয়ার বা অন্য কোনো আর্থিক সম্পদ কেনা এবং বিক্রি করার প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, শেয়ার বাজারের সকালের সেশনে কোনো শেয়ার কিনে বাজারের সময় শেষ হওয়ার (ক্লোজিং) আগেই তা বিক্রি করে দিয়ে মুনাফা বা লোকসান তুলে নেওয়াকে ইনট্রাডে ট্রেডিং বলে। এতে কোনো শেয়ার একদিনের বেশি হোল্ড বা ধরে রাখা হয় না।

ইনট্রাডে ট্রেডিংয়ের শরীয়তের বিধান :

ইসলামী শরীয়াহ এবং ফিকহ স্কলারদের মতামত অনুসারে, **প্রচলিত শেয়ার বাজারের ইনট্রাডে ট্রেডিং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীয়াহ-সম্মত নয় এবং এটি এড়িয়ে চলা উচিত (হারাম বা মাকরূহে তাহরীমী)।**

এর পেছনে প্রধান শরীয়াহগত বাধা বা আপত্তিগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- ➡ **সম্পূর্ণ মালিকানা ও কব্জা (Qabda) না পাওয়া:** ইসলামের অন্যতম প্রধান নিয়ম হলো, কোনো পণ্য কিনে সেটির পূর্ণ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ (Physical or Constructive Possession) নিজের হাতে আসার আগে তা পুনরুত্থাপন বা বিক্রি করা যায় না। সাধারণ শেয়ার বাজারে একটি শেয়ার কেনার পর সেটি আপনার ডিম্যাট (Demat) অ্যাকাউন্টে বা আপনার পূর্ণ মালিকানায় আসতে সাধারণত ১ থেকে ২ দিন (T+1 বা T+2 Settlement) সময় লাগে। ইনট্রাডে ট্রেডিংয়ে সেই মালিকানা আসার আগেই শেয়ারটি বিক্রি করে দেওয়া হয়, যা শরীয়াহ অনুযায়ী অবৈধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন—لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "যা তোমার মালিকানায় নেই, তা বিক্রি করো না [আবু দাউদ-৩৫০৩, সহীহ]।"
- ➡ **মার্জিন এবং লিভারেজের ব্যবহার (Margin/Leverage):** ইনট্রাডে ট্রেডিংয়ে ব্রোকাররা বিপুল পরিমাণ লিভারেজ বা ধারের সুবিধা দেয় (যেমন আপনার ১০,০০০ টাকা থাকলে ৫০,০০০ টাকার ট্রেড করতে দেওয়া)। এই লিভারেজের পেছনে সুদের কারবার বা এমন শর্ত থাকে যা শরীয়াহর লোন সংক্রান্ত নীতিমালার (Qard) পরিপন্থী।
- ➡ **শর্ট সেলিং (Short Selling):** ইনট্রাডে ট্রেডিংয়ের একটি বড় অংশ হলো শর্ট সেলিং। এর মানে হলো আপনার কাছে কোনো শেয়ার নেই, কিন্তু আপনি ব্রোকারের থেকে ধার নিয়ে তা আগে বিক্রি করে দিলেন এবং পরে দাম কমলে কিনে ফেরত দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন—لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "যা তোমার মালিকানায় নেই, তা বিক্রি করো না [আবু দাউদ-৩৫০৩, সহীহ]।" তাই এটি সম্পূর্ণ হারাম।
- ➡ **জুয়া ও ফাটকাবাজি (Maysir):** ইনট্রাডে ট্রেডিংয়ে কোনো কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী অংশীদার বা মালিক হওয়ার উদ্দেশ্য থাকে না। এখানে উদ্দেশ্য থাকে মাত্র কয়েক মিনিট বা ঘণ্টার মধ্যে দামের ওঠানামার ওপর বাজি ধরে দ্রুত মুনাফা করা, যা ব্যবসায়ের চেয়ে জুয়া বা ফাটকাবাজির (Speculation) রূপ নেয়। জুয়াকে আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন [সূরা মায়েদা-৯০]।

✅ **শরীয়াহ-সম্মত বা হালাল ট্রেডিংয়ের উপায় :**

আপনি যদি শেয়ার বাজারে হালাল উৎপাদনকারী কোম্পানির সঙ্গে সম্পূর্ণ হালাল উপায়ে ব্যবসা করতে চান, তবে আপনাকে নিচে দেওয়া নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে:

- **ডেলিভারি বেসড ট্রেডিং (Delivery-based Trading):** আপনাকে শেয়ারটি ডেলিভারি নিতে হবে। অর্থাৎ শেয়ার কেনার পর তা আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে আসা পর্যন্ত (কমপক্ষে ২-৩ দিন) অপেক্ষা করতে হবে এবং পূর্ণ মালিকানা পাওয়ার পর আপনি তা লাভ বা লসে বিক্রি করতে পারবেন।
- **হালাল কোম্পানি (Halal Screening):** যে কোম্পানির শেয়ার কিনছেন, তার মূল ব্যবসা হালাল হতে হবে (যেমন: সুদভিত্তিক ব্যাংক, মদ, জুয়া, বা শুকরের মাংসের ব্যবসা হওয়া যাবে না) এবং কোম্পানির আর্থিক লেনদেন সূদমুক্ত হতে হবে।
- **নিজের পুঁজি ব্যবহার:** কোনো লিভারেজ বা ব্রোকারের কাছ থেকে সূদে ধারের টাকা (Margin) ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ নিজের জমানো নগদ টাকায় শেয়ার কিনতে হবে।

ঙ) মার্কেট ম্যানুপুলেটিং (নাজাশ) :

মার্কেট ম্যানিপুলেশন (Market Manipulation) হলো কৃত্রিমভাবে কোনো শেয়ার বা পণ্যের দাম বাড়ানো বা কমানোর মাধ্যমে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ধোঁকা দিয়ে অবৈধ মুনাফা অর্জন করার একটি অনৈতিক প্রক্রিয়া।

ইসলামী শরীয়াহ ও ফিকহের পরিভাষায় এই ধরণের প্রতারণামূলক বাজার কারসাজিকে 'নাজাশ' (Najash / النجش) বলা হয়। ১৪০০ বছর আগেই রাসূলুল্লাহ (সা.) এই ধরণের কর্মকাণ্ডকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষণা করেছেন।

হাদীস এসেছে-আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন - وَلاَ تَنَاجَشُوا *"তোমরা ক্রেতা সেজে আসল ক্রেতাকে ধোঁকা দিও না (লা তানাজাশু)।"* [সহীহ বুখারী-২১৪০]।

'নাজাশ' বা মার্কেট ম্যানিপুলেশন কীভাবে কাজ করে?

শেয়ার বাজার বা সাধারণ বাজারে নাজাশ বা ম্যানিপুলেশন মূলত কয়েকটি উপায়ে করা হয়:

- **কৃত্রিম ক্রেতা সেজে দাম বাড়ানো (Shill Bidding): কোনো ব্যক্তি বা সিন্ডিকেট নিজেরা পণ্য বা শেয়ারটি কেনার প্রকৃত ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও কেবল বাজারে তার চাহিদা ও দাম বাড়ানোর জন্য বারবার উচ্চ মূল্যে বিড (Bid) বা কেনার ডাক দিতে থাকে। এতে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা মনে করেন পণ্যটির খুব চাহিদা এবং তারা বেশি দামে তা কিনতে প্রলুব্ধ হন।**
- **পাম্প অ্যান্ড ডাম্প (Pump and Dump): একটি নির্দিষ্ট সিন্ডিকেট মিলে প্রথমে কোনো দুর্বল বা কম দামি শেয়ার নিজেরা গোপনে বিপুল পরিমাণে কেনে। এরপর বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া, গ্রুপ বা গুজবের মাধ্যমে প্রচার করে যে এই শেয়ারের দাম বিশাল বাড়বে। সাধারণ মানুষ যখন হুমড়ি খেয়ে শেয়ারটি কেনা শুরু করে (পাম্প),**

তখন দাম অনেক উপরে উঠে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে সিন্ডিকেট তাদের সব শেয়ার চড়া দামে বিক্রি করে দিয়ে বাজার থেকে বের হয়ে যায় (ডাম্প)। ফলে সাধারণ মানুষ বিশাল লোকসানে পড়েন।

- **মিথ্যা তথ্য বা গুজব ছড়ানো:** কোনো কোম্পানি সম্পর্কে ভুয়ো ভালো খবর ছড়িয়ে দাম বাড়ানো, অথবা কোনো ভালো কোম্পানি সম্পর্কে কৃত্রিম খারাপ গুজব ছড়িয়ে প্যানিক সেল (Panic Sell) তৈরি করে দাম কমিয়ে দেওয়া।

শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি কেন মারাত্মক অপরাধ?

ইসলামী অর্থনীতিতে বাজারকে স্বাভাবিক সরবরাহ ও চাহিদার (Supply and Demand) ওপর ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নাজাশ বা ম্যানিপুলেশনকে শরীয়াহ নিচের কারণে সম্পূর্ণ অবৈধ ঘোষণা করেছে:

- ➡ প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি : এটি সাধারণ ও সরল বিনিয়োগকারীদের ধোঁকা দিয়ে তাদের পকেট কাটার শামিল। ইসলামে যেকোনো ব্যবসায়িক প্রতারণা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
- ➡ অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ: আল-কুরআনে বলা হয়েছে, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ "তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।" [সূরা বাকারা: ১৮৮]। ম্যানিপুলেশনের মাধ্যমে অর্জিত সমস্ত মুনাফা সম্পূর্ণ হারাম এবং অবৈধ।

সহজ কথায়, সাধারণ ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি বাজারের স্বাভাবিক নিয়মে হয়, কিন্তু নাজাশ বা মার্কেট ম্যানিপুলেশনে কৃত্রিম জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া হয়, যা আধুনিক আইন এবং ইসলামী শরীয়াহ—উভয় দিক থেকেই একটি বড় অপরাধ।

চ) ইনসাইডার ট্রেডিং (Insider Trading) এবং সার্কুলার ট্রেডিং (Circular Trading) : শেয়ার বাজারে কারসাজি বা ম্যানিপুলেশনের দুটি অত্যন্ত পরিচিত এবং অনৈতিক মাধ্যম হলো ইনসাইডার ট্রেডিং (Insider Trading) এবং সার্কুলার ট্রেডিং (Circular Trading)। মার্কেট ম্যানিপুলেশন বা 'নাজাশ'-এর মতোই এই দুটি পদ্ধতিও আধুনিক পুঁজিবাজার আইন এবং ইসলামী শরীয়াহ—উভয় দিক থেকেই সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম।

1 ইনসাইডার ট্রেডিং (Insider Trading)

ইনসাইডার ট্রেডিং হলো কোনো কোম্পানির ভেতরের এমন কিছু গোপন ও সংবেদনশীল তথ্য (যা এখনও সাধারণ মানুষের জন্য প্রকাশ করা হয়নি) ব্যবহার করে শেয়ার বাজারে লাভবান হওয়া বা লোকসান থেকে বেঁচে যাওয়ার প্রক্রিয়া।

- কারা করে: কোম্পানির পরিচালক (Directors), উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বড় শেয়ারহোল্ডার, অডিটর বা এমন কোনো ব্যক্তি যাদের কাছে সাধারণ মানুষের আগে কোম্পানির গোপন খবর পৌঁছায়।
- একটি সহজ উদাহরণ: ধরুন, ABC কোম্পানি একটি নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার করেছে যা আগামী সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে। এই খবর সাধারণ বিনিয়োগকারীরা জানেন না। কিন্তু কোম্পানির একজন ডিরেক্টর এটা আগে থেকেই জানেন। তিনি ঘোষণাটি আসার আগেই গোপনে তার নিজের বা আত্মীয়দের নামে

বিপুল পরিমাণ শেয়ার কিনে রাখলেন। পরের সপ্তাহে খবরটি প্রকাশ হতেই শেয়ারের দাম ৫০% বেড়ে গেল এবং তিনি চড়া দামে বিক্রি করে কোটি টাকা লাভ করলেন। এটিই হলো ইনসাইডার ট্রেডিং।

- **শরীয়তের বিধান:** এটি সম্পূর্ণ হারাম। কারণ এটি এক ধরণের আমানতের খেয়ানত (**Breach of Trust**)। কোম্পানির ভেতরের তথ্য একটি আমানত, যা ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যবহার করা প্রতারণা। এছাড়া এটি বাজারের সমতা নষ্ট করে এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সাথে অন্যায় আচরণ (অসম প্রতিযোগিতা) তৈরি করে।

2 সার্কুলার ট্রেডিং (Circular Trading) :

সার্কুলার ট্রেডিং হলো একটি নির্দিষ্ট সিন্ডিকেট বা চক্রের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে কৃত্রিমভাবে শেয়ার কেনাবেচা করে বাজারে ওই শেয়ারটির ভুয়ো ভলিউম (লেনদেনের পরিমাণ) এবং দাম বাড়িয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া।

- **কীভাবে কাজ করে:** এখানে কোনো প্রকৃত বা নতুন ক্রেতা-বিক্রেতা থাকে না। চক্রের সদস্য 'ক', 'খ' এবং 'গ' নিজেদের মধ্যেই চক্রাকারে শেয়ার লেনদেন করে। 'ক' শেয়ারটি 'খ'-এর কাছে বিক্রি করে, 'খ' তা 'গ'-এর কাছে বিক্রি করে এবং 'গ' আবার তা উচ্চ মূল্যে 'ক'-এর কাছে ফিরিয়ে দেয়।
- **উদ্দেশ্য:** সাধারণ বিনিয়োগকারীরা যখন চার্ট বা স্ক্রিনে দেখেন যে কোনো একটি শেয়ারে হঠাৎ বিশাল লেনদেন (**Volume**) হচ্ছে এবং দাম দিন দিন বাড়ছে, তখন তারা প্রলুব্ধ হয়ে শেয়ারটি কিনতে শুরু করেন। সাধারণ মানুষ যখন ফাঁদে পা দেয়, তখন সিন্ডিকেট তাদের শেয়ারগুলো সাধারণ মানুষের কাছে চড়া দামে গছিয়ে দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে কেটে পড়ে।
- **শরীয়তের বিধান:** এটি ইসলামের 'নাজাশ' (**Najash**) বা কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধির সরাসরি উদাহরণ, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ করেছেন[সহীহ বুখারী-২১৪০]। এটি সম্পূর্ণ প্রতারণা এবং ধোঁকাবাজি (**Gharar**), যার মাধ্যমে অন্যের অর্থ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা হয়।

এক নজরে পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	ইনসাইডার ট্রেডিং	সার্কুলার ট্রেডিং
মূল হাতিয়ার	কোম্পানির ভেতরের অপ্রকাশিত গোপন তথ্য।	সিন্ডিকেটের মাধ্যমে তৈরি কৃত্রিম লেনদেন ও ভলিউম।
অপরাধের ধরণ	তথ্যের গোপনীয়তা ভঙ্গ এবং আমানতের খেয়ানত।	বাজারে কৃত্রিম চাহিদা তৈরি এবং সরাসরি প্রতারণা ('নাজাশ')।

আইনি ও ধর্মীয় স্ট্যাটাস	আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এবং সম্পূর্ণ হারাম।	আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এবং সম্পূর্ণ হারাম।

ছ) সিএফডি ট্রেডিং (CFD – Contract for Difference)

এটি বর্তমান সময়ের অনলাইন ব্রোকারদের অন্যতম জনপ্রিয় একটি প্রোডাক্ট। সিএফডি বা 'পার্থক্যের চুক্তি' হলো এমন এক ধরণের ট্রেড যেখানে আপনি কোনো কোম্পানির আসল শেয়ার কেনেন না।

- পদ্ধতি: আপনি এবং ব্রোকার একটি চুক্তি করেন যে, কোনো শেয়ার বা সম্পদের দাম বাড়লে ব্রোকার আপনাকে লাভ দেবে, আর কমলে আপনি লস দেবেন।
- ❌ শরীয়াহগত বাধা: যেহেতু এখানে কোনো বাস্তব সম্পদ বা শেয়ারের মালিকানা বা ডেলিভারি আদান-প্রদান হয় না, তাই এটি সরাসরি মূল্যের ওপর বাজি ধরা বা জুয়া (Maysir) এবং চরম অনিশ্চয়তা (Gharar)-এর অন্তর্ভুক্ত।

জ) ফরেক্স বা লিভারেজড কারেন্সি ট্রেডিং (Forex Trading)

আন্তর্জাতিক বাজারে এক দেশের মুদ্রার বিপরীতে অন্য দেশের মুদ্রা কেনাবেচাকে ফরেক্স ট্রেডিং বলে। সাধারণ 'স্পট' বা নগদ এক্সচেঞ্জ হালাল হলেও অনলাইন ফরেক্স ট্রেডিং হারাম. [1, 3]

- ❌ শরীয়াহগত বাধা: অনলাইন ফরেক্সে ব্রোকাররা বিশাল লিভারেজ বা ধার দেয়, যার ওপর সুদ বা সোয়াপ ফি (Swap Fee / Rollover Interest) চার্জ করা হয়। এছাড়া মুদ্রা বা কারেন্সি লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামের নিয়ম হলো—হাতে হাতে বা তাৎক্ষণিকভাবে (Spot Delivery) লেনদেন শেষ হতে হবে, যা অনলাইন ফরেক্সে অনুপস্থিত।

ঝ) সাধারণ ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং (Crypto Speculation)

যদিও ব্লকচেইন প্রযুক্তি বা নির্দিষ্ট কিছু ইউটিলিটি টোকেন নিয়ে ফিকহ স্কলারদের মধ্যে মতভেদ আছে, তবে সাধারণ মেমেকয়েন (যেমন: Dogecoin, Pepe) বা কোনো প্রজেক্ট ছাড়া কেবল দামের ওঠানামার ওপর ভিত্তি করে করা ক্রিপ্টো ট্রেডিং জায়েজ নয়।

- ❌ শরীয়াহগত বাধা: এর পেছনে কোনো বাস্তব অর্থনৈতিক সম্পদ বা ভিত্তি থাকে না। চরম মাত্রার উথাল-পাথাল এবং অন্ধ অনুমাননির্ভর হওয়ায় এতে গারার (Gharar) বা অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা থাকে, যা জুয়ার সমতুল্য।

ঞ) স্প্রেড বেটিং (Spread Betting)

এটি মূলত যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের বাজারে বেশি দেখা যায়। কোনো শেয়ার, ইনডেক্স বা কমোডিটির দাম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতটুকু বাড়বে বা কমবে, তার প্রতি পয়েন্টের ওপর টাকা বাজি ধরাকে স্প্রেড বেটিং বলে।

❌ শরীয়াহগত বাধা: এটি কোনো ব্যবসা বা বিনিয়োগ নয়। এটি শতভাগ জুয়া (Maysir)। পুঁজিবাজারের নিয়মে একে আইনি বৈধতা দেওয়া হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে এটি স্পষ্ট হারাম।

ট) প্রথাগত বন্ডে বিনিয়োগ (Conventional Bonds / Debentures)

সরকার বা বিভিন্ন বড় কোম্পানি তাদের ব্যবসার প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বন্ডের মাধ্যমে ঋণ নেয়।

❌ শরীয়াহগত বাধা: এই বন্ডগুলোতে বিনিয়োগকারীদের একটি নির্দিষ্ট হারে নিশ্চিত সুদ বা ইন্টারেস্ট (Fixed Interest Rate) দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ইসলামে ঋণের বিপরীতে নিশ্চিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা স্পষ্ট রিবা বা সুদ, যা সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহগুলোর একটি। এর হালাল বিকল্প হলো সুকুক (Sukuk) বা ইসলামিক বন্ড।

- ***সুকুক (Sukuk) হলো শরিয়া বা ইসলামিক শরিয়াহ নীতি মেনে তৈরি করা একটি বিনিয়োগ শংসাপত্র (Certificate), যা প্রচলিত সুদী বন্ডের একটি ইসলামি বিকল্প।*** *আরবি শব্দ 'সাক্ক' (যার অর্থ আইনি দলিল বা চেক) থেকে 'সুকুক' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।*
- *প্রথাগত বা সাধারণ বন্ডের মতো এতে কোনো নির্দিষ্ট **সুদ (Interest) দেওয়া হয় না,** বরং বিনিয়োগকারীদের প্রকৃত কোনো সম্পদ, প্রকল্প বা ব্যবসায় আংশিক মালিকানা দেওয়া হয় এবং সেই নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে অর্জিত **মুনাফা বা আয়ের অংশ (Profit)** বন্টন করা হয়।*

📌 মূল নীতি (Golden Rule)

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কোনো ট্রেড বা বিনিয়োগ হালাল হতে হলে ৩টি শর্ত অবশ্যই পূরণ হতে হবে:

1. লেনদেনের পেছনে একটি বাস্তব বা দৃশ্যমান সম্পদ থাকতে হবে (কেবল কাগজের বা কাল্পনিক চুক্তি নয়)।
2. ক্রেতা বা বিক্রেতাকে ওই সম্পদের প্রকৃত মালিকানা ও ঝুঁকি (Risk & Reward) বহন করতে হবে।
3. লেনদেনে কোনো প্রকার সুদ (Riba), জুয়া (Maysir) বা ধোঁকা (Gharar) থাকা চলবে না।

❖ <u>হালালে ট্রেডিং ঃ</u>

যদি কোম্পানি পণ্য হালাল হয় এবং সূদমুক্ত হয়, তাহলে শরিয়াহ বিশেষজ্ঞদের মতে, শেয়ার মার্কেটে কেবল ডেলিভারি-ভিত্তিক স্পট ট্রেডিং বা ক্যাশ ট্রেডিং (Delivery-based Spot Trading) পদ্ধতিটি মৌলিক শর্ত সাপেক্ষে হালাল।

→ ডেলিভারি-ভিত্তিক ইনভেস্টমেন্ট বা পজিশনাল ট্রেডিং হালাল :

- পদ্ধতি: আপনি নিজের জমানো টাকা দিয়ে কোনো কোম্পানির শেয়ার কিনলেন এবং সেই শেয়ারের পূর্ণ মালিকানা (Delivery) আপনার ডিম্যাট বা ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্টে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর দাম বাড়লে তা বিক্রি করলেন।

- **কেন হালাল: এখানে আপনি সরাসরি একটি ব্যবসার আংশিক মালিকানা কিনছেন। ব্যবসার লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি আপনি নিজে বহন করছেন এবং ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে পণ্যের (শেয়ারের) মালিকানা ও দখল আপনার কাছে হস্তান্তরিত হচ্ছে।**
- **আপনি হালাল দ্রব্যের শেয়ার ক্রয় করেছেন। সূদমুক্ত কোম্পানির শেয়ার কিনেছেন। নিজের অর্থ দিয়ে কিনেছেন এবং নিজের মালিকানায় আসার পর শেয়ার বিক্রিয় করেছেন।**

৪) সম্পূর্ণ হালাল পণ্য উৎপাদন ও বিপণনকারী কিন্তু সুদী লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানী :

কোনো কোম্পানি হালাল প্রোডাক্টের ব্যবসা করে মানেই সেই কোম্পানিতে অর্থ বিনিয়োগ করা, শেয়ার ক্রয়- বিক্রয় করা হালাল এমন ধারণা সঠিক নয়। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা হালাল হওয়ার জন্য যেমন ব্যবসায়ী পণ্য হালাল হতে হবে তেমনী ব্যবসায়ী পুঁজি ও মুনাফাও হালাল হতে হবে।

যদি কোনো কোম্পানি ব্যাংক থেকে পুঁজি নিয়ে ব্যবসায় বিনিয়োগ করে বা অতিরিক্ত অর্থ কোনো সূদী কারবারের সঙ্গে যুক্ত সংস্থায় পুঁজি বিনিয়োগ করে, তাহলে সেই কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা ও সেই কোম্পানি শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা সরাসরি হারাম।

কোম্পানি যেভাবে সূদের সঙ্গে যুক্ত হয় ঃ কোম্পানীগুলি মূলতঃ দুই রকমভাবে যুক্ত হয়-

- ক) ব্যাংক থেকে সূদে লোন নিয়ে পুঁজি লগ্নি করে এবং সূদ দেয়। যা কোম্পানির ব্যয় বা খরচ।
- খ) কোম্পানি অতিরিক্ত অর্থ সূদী সংস্থায় বা ব্যাংকিং কোম্পানীতে বিনিয়োগ ও সেখান থেকে সূদ উপার্জনের মাধ্যমে। এটি কোম্পানির আয়।

শেয়ার মার্কেটের কোনো কোম্পানির **আয় সুদ (রিবা) থেকে কীভাবে হতে পারে**—এটি বুঝতে হলে কোম্পানির মূল ব্যবসার পাশাপাশি তার **অতিরিক্ত আর্থিক লেনদেন** দেখতে হয়।

ক) ব্যাংকে টাকা রেখে সুদ নেওয়া : ধরা যাক, একটি কোম্পানির হাতে ₹১০০ কোটি অতিরিক্ত নগদ আছে। কোম্পানি সেই টাকা কোনো ব্যাংকের **Fixed Deposit/Interest-bearing Deposit**-এ রাখল।

- ব্যাংক কোম্পানিকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দেবে।
- যেমন ₹১০ কোটি FD → বছরে ৭% → ₹৭০ লাখ সুদ।
- কোম্পানির মূল ব্যবসা হালাল হলেও এই ₹৭০ লাখ **সুদের আয়**।

অর্থাৎ কোম্পানির Income Statement-এ এটি *Interest Income/Interest Received* হিসেবে দেখা যেতে পারে।

খ) সুদভিত্তিক বন্ড বা ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ : কোম্পানি যদি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা সরকারের **interest-bearing bond/debenture** কিনে এবং তার বিপরীতে নির্ধারিত সুদ পায়, সেটিও সুদের আয়।

উদাহরণ:

₹৫ কোটি বন্ডে বিনিয়োগ → ৮% coupon → বছরে ₹৪০ লাখ

এই ₹৪০ লাখ মূলধনী ব্যবসার লাভ নয়; এটি সুদের মাধ্যমে অর্জিত আয়।

গ) কোম্পানি নিজেই অন্যকে সুদে টাকা ধার দেয় : কোনো কোম্পানি তার অতিরিক্ত অর্থ অন্য প্রতিষ্ঠানকে **interest-bearing loan** হিসেবে দিতে পারে।

যেমন:

Loan = ₹২০ কোটিInterest = ১০% বার্ষিক Interest Income = ₹২ কোটি

এ ক্ষেত্রেও কোম্পানির একটি অংশের আয় সরাসরি সুদ থেকে এসেছে।

ঘ) ব্যাংক বা NBFC-এর ক্ষেত্রে : এখানে বিষয়টি আরও স্পষ্ট। একটি conventional bank-এর প্রধান ব্যবসাই হলো: **Deposit নেওয়া → সুদ দেওয়া → Loan দেওয়া → বেশি সুদ নেওয়া → পার্থক্য থেকে আয়**

উদাহরণ:

আমানতকারীদের ৫% সুদ দেওয়া ঋণগ্রহীতাদের ৯% সুদে ঋণ দেওয়া পার্থক্য থেকে ব্যাংকের Interest Income/Net Interest Income তৈরি হয়। তাই সাধারণ conventional bank-এর ব্যবসার প্রকৃতিই সুদনির্ভর।

ঙ) কোম্পানি নিজে সুদভিত্তিক ঋণ নিলে?

এটি একটু আলাদা বিষয়। ধরা যাক, একটি কোম্পানি ব্যাংক থেকে ₹১০০ কোটি ঋণ নিল এবং বছরে ₹১০ কোটি সুদ দিতে হচ্ছে। এখানে ₹১০ কোটি **কোম্পানির আয় নয়; কোম্পানির expense বা খরচ**।

চ) একটি কোম্পানির হিসাব এভাবে হতে পারে

ধরা যাক, একটি Manufacturing Company:

আয়ের উৎস	**পরিমাণ**
পণ্য বিক্রির আয়	₹100 কোটি
অন্যান্য ব্যবসায়িক আয়	₹5 কোটি
Bank Interest Income	₹2 কোটি
মোট আয়	**₹107 কোটি**

এখানে কোম্পানির মূল ব্যবসা পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি। কিন্তু ₹২ কোটি এসেছে ব্যাংকে রাখা অর্থের সুদ থেকে।

শরিয়াহ-ভিত্তিক শেয়ার বিশ্লেষণের সময় তাই শুধু **"কোম্পানি কী পণ্য তৈরি করে?"** দেখলেই যথেষ্ট নয়; কোম্পানির **financial statements**-এর interest income, interest-bearing investments, debt ইত্যাদিও দেখতে হয়।

গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য

কোম্পানি সুদে জড়িত—এ কথা বলার অন্তত তিনটি আলাদা অর্থ হতে পারে:

1. **সুদ আয় করছে** → Interest Income
2. **সুদভিত্তিক ঋণ নিয়েছে** → Interest-bearing Debt
3. **সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে টাকা বিনিয়োগ করেছে** → Interest-bearing Investment

হালাল পণ্য উৎপাদন ও বিপণনকারী কোম্পানি কিন্তু সুদী লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানি সম্পর্কে ইসলামী স্কলারদের ফাতাওয়া :

সৌদি আরবের আলেমদের ফতোয়া, اللجنة الدائمة, শাইখ ইবনু বায, শাইখ ইবনু উসাইমীন এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকহ একাডেমির সিদ্ধান্তসমূহ নীচে বর্ণিত হল :

১. اللجنة الدائمة — সুদী কোম্পানির শেয়ার : সৌদি স্থায়ী ফতোয়া কমিটির মূলনীতি হলো—কোনো কোম্পানির কার্যক্রমে সুদী লেনদেন থাকলে তাতে অংশীদার হওয়া জায়েয নয়। তাদের ফতোয়ার বক্তব্যের মর্ম:

সুদভিত্তিক লেনদেন করে এমন ব্যাংক বা কোম্পানিতে অংশীদার হওয়া (শেয়ার কেনা) জায়েজ নেই। যদি কোনো বিনিয়োগকারী তার এই সুদযুক্ত অংশীদারিত্ব থেকে মুক্ত হতে চান, তবে তিনি বাজারে বর্তমান মূল্যে তার শেয়ারগুলো বিক্রি করে দেবেন এবং শুধুমাত্র তার মূল পুঁজিটুকু গ্রহণ করবেন। আর বাকি অংশটুকু (উদ্বৃত্ত টাকা) কল্যাণের পথে (দান-সদকা করে) ব্যয় করে দেবেন। তার শেয়ারের কোনো সুদ বা সুদভিত্তিক লভ্যাংশ গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ নয়। তবে যদি অংশীদারিত্ব এমন কোনো কোম্পানিতে হয় যা সুদের সাথে জড়িত নয়, তাহলে তার লভ্যাংশ হালাল।

আল্লাহই তাওফিক দানকারী। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার ও সঙ্গী-সাথীদের ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

ইসলামী গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (লাজনা আদ-দাইমাহ) :

সদস্য: আবদুল্লাহ বিন কুউদ , আবদুল্লাহ বিন গাদয়ান, কমিটির সহ-সভাপতি: আবদুর রাজ্জাক আফিফি, সভাপতি: আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন বায। রেফারেন্স: লাজনা দায়েমা, খণ্ড-১৩, পৃ-৫০৮

২. শাইখ আবদুল আজীজ ইবনু বায (রহ.)-এর মত :

সুদভিত্তিক লেনদেন করে এমন কোম্পানিতে অংশীদার হওয়ার (শেয়ার কেনার) বিধান : আব্দুল্লাহ ইবনু বায রাহেমাহুল্লাহ এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন-সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, আমাদের নবী মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার ও সঙ্গী-সাথীদের ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি জানতে পেরেছি যে, কিছু কোম্পানি (সুদ) গ্রহণ ও প্রদানের মাধ্যমে সুদভিত্তিক লেনদেন করে থাকে। ফলে অংশীদার (শেয়ারহোল্ডার) এবং অন্যদের পক্ষ থেকে এই সুদভিত্তিক লেনদেনের কারণে অর্জিত লভ্যাংশের বিধান সম্পর্কে জানতে চেয়ে প্রচুর প্রশ্ন আসছে। মুসলমানদের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া এবং সৎ ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করার যে দায়িত্ব আল্লাহ আবশ্যক করেছেন, সেই প্রেক্ষিতে আমি এই কাজ যারা করেন তাদেরকে সতর্ক করা জরুরি মনে করছি। এটি একটি হারাম কাজ এবং কবিরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

মহান আল্লাহ বলেছেন:"যারা সুদ খায়, তারা (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে। তা এজন্য যে, তারা বলে: 'ব্যবসা তো সুদের মতোই।' অথচ আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, অতীতে যা হয়ে গেছে তা তারই, আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় তা করবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।" (সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৫)

এবং তিনি আরও বলেছেন: "আল্লাহ্ সুদকে মিটিয়ে দেন (ধ্বংস করেন) এবং সদকাকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ্ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৬)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একে তাঁর এবং তাঁর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।" (সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৮) "যদি তোমরা তা না করো, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর যদি তোমরা তওবা করো, তবে তোমাদের জন্য তোমাদের মূল পুঁজি রয়ে গেল। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না।" (সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৯)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- **«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ» ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»** ، তিনি সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, সুদের লেখক এবং এর সাক্ষীদ্বয়কে অভিসম্পাত (لعن) করেছেন এবং বলেছেন: **"তারা সকলেই সমান [মুসলিম-১৫৯৮]।"** সুদ থেকে সতর্ক করার বিষয়ে এবং এর ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনায় আয়াত ও হাদীস অজস্র রয়েছে।

তাই যেসব কোম্পানি বা অন্য প্রতিষ্ঠান সূদী লেনদেনের সাথে জড়িত, তাদের প্রত্যেকের ওপর ওয়াজিব হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ও তাঁর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্য রক্ষার্থে, এর কারণে নির্ধারিত শাস্তি থেকে বাঁচতে এবং আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে পতিত হওয়া থেকে দূরে থাকতে আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং ভবিষ্যতে এই লেনদেন বর্জন করা। যেমনটি মহান আল্লাহ্ বলেছেন: "আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা আন-নূর: ৩১)

এবং তিনি আরও বলেছেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তওবা (তওবায়ে নাসুহ) করো। আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত।" (সূরা আত-তাহরীম: ৮)

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এবং সকল মুসলমানকে সব ধরনের গুনাহ থেকে তাঁর কাছে তওবা করার তাওফিক দান করেন। তিনি যেন আমাদের সবাইকে আমাদের নফসের অনিষ্ট ও আমাদের মন্দ আমল থেকে আশ্রয় দেন এবং আমাদের সবার অবস্থা সংশোধন করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম দয়ালু ও সম্মানিত। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার ও সঙ্গী-সাথীদের ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। মাজমূ ফাতাওয়া ইবনে বায রাহেমাহুল্লাহ, খণ্ড-১৯, পৃ-৩২৫

৩. শাইখ মুহাম্মদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমীন (রহ.) : শাইখ ইবনু উসাইমীন (রহ.)-এর বক্তব্য এ বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেন:

ومن المحرم في المساهمة أن تكون الشركة تتعامل بالربا وإن كان أصلها ليس ربوياً، مثل: أن تودع أموالها في البنوك وتأخذ عليها ربا، أو أن تأخذ من البنوك وتدفع الربا، فتكون عندئذٍ آكلة للربا وموكلة ل.

অর্থ: **শেয়ার গ্রহণের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর একটি হলো—কোম্পানি সুদের সঙ্গে লেনদেন করা, যদিও কোম্পানির মূল ব্যবসা সুদভিত্তিক না হয়। যেমন, কোম্পানি তার অর্থ ব্যাংকে জমা রাখে এবং তার ওপর সুদ গ্রহণ করে, অথবা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে এবং সুদ প্রদান করে। তখন কোম্পানি সুদ গ্রহণকারী এবং সুদ প্রদানকারী উভয়ই হয়ে যায়।”**

তিনি আরও বলেন: **فإذا علمنا أن الشركة تعمل هذا ولا بد، فلا تجوز المساهمة فيها.** (الفتاوى)

অর্থ: **যদি আমরা জানতে পারি যে কোম্পানি এ ধরনের (সুদী) লেনদেন করে, তাহলে তাতে শেয়ার গ্রহণ করা জায়েয নয়।”** (الفتاوى)

রেফারেন্স : লিকাউল বাবিল মাফতূহ খণ্ড-১, পৃ-৫৮-৫৯। তাছাড়া مجموع فتاوى ورسائل العثيمين-এর শেয়ার সংক্রান্ত আলোচনায় এই নীতির উল্লেখ রয়েছে। (dorar.net)।

৪. আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকহ একাডেমির সিদ্ধান্ত এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল রয়েছে।

مجمع الفقه الإسلامي الدولي(International Islamic Fiqh Academy) ১৯৯২ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত সপ্তম অধিবেশনে শেয়ার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয়। তাদের সিদ্ধান্ত:

لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها) «.مجمع الفقه الإسلامي الدولي

অর্থ: **“যেসব কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যই হারাম—যেমন সুদের লেনদেন করা, হারাম পণ্য উৎপাদন করা অথবা তা ব্যবসা করা—সেসব কোম্পানিতে অংশীদার হওয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।”** (مجمع الفقه الإسلامي الدولي)

আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তারা বলেন:

الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة «.مجمع الفقه الإسلامي الدولي

অর্থ: **যেসব কোম্পানির মূল কার্যক্রম বৈধ হলেও তারা কখনো কখনো হারাম কার্যক্রমে—যেমন সুদ ইত্যাদিতে—জড়িয়ে পড়ে, মূলনীতি হলো সেসব কোম্পানিতে অংশীদার হওয়াও নিষিদ্ধ।”** (مجمع الفقه الإسلامي الدولي)

রেফারেন্স : قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 65 (7/1)، بشأن الأسواق المالية، الدورة السابعة، جدة، 1412هـ/1992م. (مجمع الفقه الإسلامي الدولي)

৫. আরও শক্তিশালী সিদ্ধান্ত—মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের ফিকহ একাডেমি

المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي১৯৯৫ সালে এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দেয়:

لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك(Saaid)

অর্থ: **কোনো কোম্পানি বা ব্যাংকের কিছু লেনদেনে সুদ থাকলে এবং ক্রেতা তা সম্পর্কে অবগত থাকলে, কোনো মুসলিমের জন্য সেই কোম্পানি বা ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করা জায়েয নয়।"** (Saaid)

রেফারেন্স: قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الرابعة عشرة، مكة المكرمة، 1415هـ/1995م. (Saaid)

মূল ফতোয়া ও নিষেধাজ্ঞা :

কমিটি স্পষ্ট করেছে যে, কোনো কোম্পানির মূল ব্যবসা বৈধ (যেমন: আবাসন, প্রযুক্তি, টেক্সটাইল ইত্যাদি) হলেও, তারা যদি তাদের মূলধন বা লভ্যাংশ সুদী ব্যাংকে জমা রেখে সুদ গ্রহণ করে, কিংবা ব্যবসার প্রয়োজনে সুদী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সুদ প্রদান করে—তবে সেই কোম্পানিকে ফিকহের পরিভাষায় **"মিশ্র কোম্পানি" (Mixed Companies)** বলা হয়।

সৌদি স্থায়ী ফতোয়া কমিটির সিদ্ধান্ত হলো, **এই ধরণের মিশ্র কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বা এর মাধ্যমে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করা জায়েজ নেই।**

ফাতাওয়ার কারণ ও দলীল :

ফাতাওয়া বোর্ডের (যার নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ আব্দুল আজীজ ইবনে বায) ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ হলো:

পাপের কাজে সহযোগিতা: সুদী লেনদেনে লিপ্ত কোম্পানির শেয়ার কেনার অর্থ হলো ওই কোম্পানির ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের অংশীদার হওয়া। আর আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)

"তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরের সাহায্য করো না।" (সূরা মায়িদাহ, ৫:২)

সুদের সাথে সম্পৃক্ততা: শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির আংশিক মালিক হিসেবে গণ্য হন। ফলে কোম্পানি যে সুদ গ্রহণ বা প্রদান করছে, পরোক্ষভাবে শেয়ারহোল্ডারও সেই সুদের গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন।

৩. কেউ না জেনে শেয়ার কিনে ফেললে করণীয়

যদি কোনো ব্যক্তি কোম্পানির অভ্যন্তরীণ সুদী লেনদেনের কথা না জেনে শেয়ার কিনে ফেলেন এবং পরবর্তীতে জানতে পারেন, তবে কমিটির নির্দেশনা হলো:

- **শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া:** অতি দ্রুত সেই শেয়ার বাজারমূল্যে বিক্রি করে দিতে হবে এবং সুদী কোম্পানির অংশীদারিত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে।
- **আসল পুঁজি রাখা ও সুদ দান করা:** শেয়ার বিক্রির পর মূলধনের অতিরিক্ত যে অংশটি সুদের মাধ্যমে এসেছে বলে নিশ্চিত বা প্রবল ধারণা হবে, তা নিজের বা পরিবারের কোনো প্রয়োজনে ব্যবহার না করে **সওয়াবের নিয়ত ছাড়া** কোনো দাতব্য কাজে বা গরীব-দুঃখীদের মাঝে দান (Purification/পবিত্রকরণ) করে দিতে হবে।

❖ স্টক স্ক্রিনিং (Stock Screening) :

ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী কোনো কোম্পানির শেয়ার বা স্টক হালাল কি না, তা যাচাই করার প্রক্রিয়াকে স্টক স্ক্রিনিং (**Stock Screening**) বলা হয়।

আধুনিক যুগে এই স্টক স্ক্রিনিংয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ার মূল কারণ হলো আধুনিক করপোরেট ব্যবস্থার জটিলতা। প্রাচীনকালে ব্যবসা ছিল সরল—একজন মানুষ সরাসরি কোনো হালাল বা হারাম পণ্যের ব্যবসা করত। কিন্তু বর্তমানের শেয়ার বাজার এবং যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলোর (**Joint-Stock Companies**) গঠন অত্যন্ত জটিল।

নিচে প্রধান কারণগুলো আলোচনা করা হলো যার জন্য স্টক স্ক্রিনিং অপরিহার্য হয়ে পড়েছে:

➡ ১. মিশ্র ব্যবসার জটিলতা (**Mixed Business Activities**)

আজকের দিনে খুব কম কোম্পানিই পাওয়া যাবে যারা শতভাগ কেবল একটি মাত্র পণ্য নিয়ে কাজ করে। বহু কোম্পানি মূল হালাল ব্যবসার পাশাপাশি অবিনোদনমূলক বা হারাম খাত থেকেও উপার্জনের পথ তৈরি করে।

- *যেমন:* একটি বহুজাতিক চেইন সুপারশপ বা হোটেল হয়তো মূলত হালাল খাবার ও সেবা বিক্রি করছে, কিন্তু তার একটি ছোট কর্নারে মদ বা তামাকও বিক্রি হতে পারে।
- স্ক্রিনিংয়ের ভূমিকা: স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে দেখা হয় কোম্পানির মোট আয়ের মধ্যে এই হারাম অংশের পরিমাণ কতটুকু। শরিয়াহ নিয়ম অনুযায়ী, যদি হারাম উপার্জনের পরিমাণ ৫% এর কম হয়, তবেই কেবল তা বিনিয়োগের উপযোগী ধরা হয় (এবং সেই ৫% লভ্যাংশ সওয়াবের আশা ছাড়া দান করে দিতে হয়)।

➡ ২. সুদী ব্যাংকিং ব্যবস্থার অনিবার্যতা (**Involvement in Riba/Interest**)

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো সুদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একটি কোম্পানি পুরোপুরি হালাল পণ্য (যেমন: ওষুধ বা তথ্যপ্রযুক্তি) তৈরি করলেও, তারা তাদের দৈনন্দিন ব্যবসায়িক প্রয়োজনে প্রচলিত সুদী ব্যাংকের সাথে যুক্ত হতে বাধ্য হয়।

- কোম্পানিগুলো প্রায়ই ব্যাংক থেকে সুদে ঋণ নেয়।
- অথবা কোম্পানির অতিরিক্ত নগদ টাকা সুদী ব্যাংকে জমা রেখে সুদ আয় (**Interest Income**) করে।
- স্ক্রিনিংয়ের ভূমিকা: ইসলামে সুদ সম্পূর্ণ হারাম। তাই স্ক্রিনিং করে গাণিতিকভাবে নিশ্চিত করা হয় যে, কোম্পানির সুদের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সীমার (যেমন: মোট মূলধনের বা সম্পদের ৩৩% এর নিচে) মধ্যে আছে কি না।

➡ ৩. সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অজ্ঞতা ও সুরক্ষার অভাব

শেয়ার বাজারে হাজার হাজার কোম্পানি তালিকাভুক্ত থাকে। একজন সাধারণ বিনিয়োগকারীর পক্ষে কোনো কোম্পানির কয়েক শত পৃষ্ঠার বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন (**Annual Financial Report**) পড়ে তার ভেতর থেকে সুদের অনুপাত বা হারাম আয়ের উৎস খুঁজে বের করা অসম্ভব।

- স্ক্রিনিংয়ের ভূমিকা: এই জটিল প্রক্রিয়াটিকে সহজ করতে এবং মুসলিম বিনিয়োগকারীদের অজান্তে হারাম উপার্জনে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে শরিয়াহ বোর্ড ও আধুনিক অ্যাপগুলো স্টক স্ক্রিনিংয়ের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করেছে।

➡ ৪. বৈশ্বিক শরিয়াহ স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করা (**Standardization**)

বিশ্বজুড়ে মুসলিমরা যাতে একই নিয়মে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে পারেন, সেজন্য একটি সুনির্দিষ্ট ফ্রেমওয়ার্কের প্রয়োজন ছিল। **AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)** এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো স্টক স্ক্রিনিংয়ের সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা ফিল্টার তৈরি করেছে।

ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী কোনো কোম্পানির শেয়ার বা স্টক হালাল কি না, তা যাচাই করার প্রক্রিয়াকে স্টক স্ক্রিনিং (**Stock Screening**) বলা হয়।

স্ক্রিনিং পদ্ধতি ঃ বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত ইসলামী ইনডেক্সসমূহ (যেমন: **Dow Jones Islamic Markets, AAOIFI** এবং **S&P Shariah**) দুটি প্রধান ধাপের মাধ্যমে এই স্ক্রিনিং করে থাকে।

বাস্তব জীবনে আপনি নিজে যেভাবে একটি কোম্পানির শেয়ার হালাল কি না তা ফিল্টার করবেন, তার নিয়মগুলো নিচে দেওয়া হলো:

প্রথম ধাপ: ব্যবসায়িক স্ক্রিনিং (Sector/Business Screening)

প্রথমে দেখতে হবে কোম্পানিটি মূলত কী ব্যবসা করে এবং তাদের আয়ের উৎস কী। কোম্পানির মূল ব্যবসা যদি নিচের কোনোটির সাথে জড়িত থাকে, তবে তার শেয়ার কেনা সম্পূর্ণ হারাম:

- ❌ সুদভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যেমন: প্রচলিত ব্যাংক, লিজিং কোম্পানি, বীমা প্রতিষ্ঠান)।
- ❌ মদ, মাদকদ্রব্য বা তামাকজাত পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন।
- ❌ জুয়া, লটারি, ক্যাসিনো বা নাইট ক্লাব ব্যবসা।
- ❌ শুকরের মাংস (**Pork**) বা শরীয়াহ-সম্মত নয় এমন খাদ্য ও পানীয় উৎপাদন।
- ❌ অশ্লীল বিনোদন, সিনেমা, মিউজিক বা পর্নোগ্রাফি।
- ❌ অস্ত্র বা সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদন (যদি তা অন্যায় আগ্রাসনে ব্যবহৃত হয়)।

দ্বিতীয় ধাপ: আর্থিক অনুপাত স্ক্রিনিং (Financial Screening)

কোম্পানির মূল ব্যবসা হালাল হওয়ার পরও আধুনিক যুগের প্রায় সব কোম্পানিই কম-বেশি ব্যাংকের সাথে সুদের লেনদেন করে থাকে। এই সুদের পরিমাণ কতটা গ্রহণযোগ্য, তা নির্ধারণের জন্য শরীয়াহ স্কলাররা ৩টি প্রধান আর্থিক অনুপাত বা ফিল্টার নির্ধারণ করেছেন:

ক) মোট ঋণের অনুপাত (Debt-to-Asset Ratio) < ৩০% বা ৩৩%

কোম্পানিটি ব্যাংক থেকে কত টাকা সুদে ঋণ নিয়েছে তা দেখতে হবে।

- ফর্মুলা: (মোট সুদে নেওয়া ঋণ ÷ কোম্পানির মোট বাজার মূলধন বা মোট সম্পদ) × ১০০
- শর্ত: এই অনুপাতটি ৩০% বা ৩৩%-এর কম হতে হবে। এর চেয়ে বেশি ঋণ থাকলে সেই কোম্পানির শেয়ার কেনা জায়েজ নয়।

খ) তরল সম্পদের অনুপাত (Liquid Assets Ratio) < ৩৩% বা ৫০%

কোম্পানির কাছে কত টাকা নগদ (Cash) এবং সহজে নগদায়নযোগ্য সম্পদ রয়েছে তা যাচাই করা হয়।

- ফর্মুলা: (নগদ টাকা + ব্যাংকে জমা + স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ ÷ মোট সম্পদ) × ১০০
- শর্ত: সাধারণত এটি ৩৩% বা ৫০%-এর কম হতে হবে। কারণ ইসলামে নগদ টাকা বা ধারের কাগজকে ফেস ভ্যালুর চেয়ে বেশি বা কম দামে কেনাবেচা করা সুদের (Riba) শামিল। তাই কোম্পানির অধিকাংশ সম্পদ বাস্তব (Physical/Tangible Assets যেমন: বিল্ডিং, ফ্যাক্টরি, যন্ত্রপাতি বা কাঁচামাল) হতে হবে।

গ) অপছন্দনীয় বা হারাম আয়ের অনুপাত (Impurities/Non-Halal Income) < ৫%

কোম্পানির মোট আয়ের মধ্যে কতটুকু অংশ হারাম বা সুদের মাধ্যমে এসেছে তা দেখা হয় (যেমন: হালাল কোম্পানির টাকা ব্যাংকে জমা রাখার কারণে পাওয়া সুদ)।

- ফর্মুলা: (হারাম বা সুদের মাধ্যমে অর্জিত আয় ÷ কোম্পানির মোট রাজস্ব বা রেভিনিউ) × ১০০
- শর্ত: এই অপছন্দনীয় আয়ের পরিমাণ মোট আয়ের ৫%-এর কম হতে হবে। যদি ৫%-এর বেশি হয়, তবে কোম্পানিটি হালাল থাকবে না।

তৃতীয় ধাপ: মুনাফা পবিত্রকরণ বা 'শুদ্ধিকরণ' (Purification)

আপনি যদি কোনো শরীয়াহ-সম্মত কোম্পানির শেয়ার কিনে লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ড (Dividend) পান, তবে কোম্পানির সেই সামান্য সুদের আয় (যা ৫% এর নিচে ছিল) থেকে আপনার লাভকে মুক্ত করতে হবে।

- নিয়ম: কোম্পানির যত শতাংশ আয় সুদের মাধ্যমে হয়েছিল (ধরা যাক ২%), আপনার পাওয়া ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশের ঠিক তত শতাংশ (২%) টাকা হিসাব করে সওয়াবের আশা ছাড়া কোনো গরিব-দুঃখীকে বা দাতব্য সংস্থায় দান করে দিতে হবে। একে বলা হয় ডিভিডেন্ড পিউরিফিকেশন বা লভ্যাংশ শুদ্ধিকরণ।

সহজে যাচাই করার উপায় :

বাস্তব জীবনে প্রতি কোয়ার্টারে কোম্পানির ব্যালেন্স শিট দেখে এই জটিল হিসাবগুলো করা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য কঠিন হতে পারে। এই কাজ সহজ করার জন্য বর্তমানে বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য মোবাইল অ্যাপ রয়েছে (যেমন: **Musaffa, Zoya, Islamicly** ইত্যাদি)। এই অ্যাপগুলোতে যেকোনো কোম্পানির নাম সার্চ করলেই তারা শরীয়াহ-সম্মত কি না এবং কতটুকু অংশ পিউরিফাই করতে হবে, তা সরাসরি দেখিয়ে দেয়।

TASIS স্টক স্ক্রিনিং :

TASIS-এর পূর্ণরূপ হলো **Taqwaa Advisory and Shariah Investment Solutions** (তাকওয়া অ্যাডভাইজরি অ্যান্ড শরিয়াহ ইনভেস্টমেন্ট সলিউশনস)। এটি ভারতের একটি শীর্ষস্থানীয় এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইসলামিক শরিয়াহ পরামর্শক সংস্থা (**Shariah Advisory Organization**), যা মূলত শেয়ার বাজারের স্টক স্ক্রিনিং এবং ইসলামিক ফাইন্যান্স নিয়ে কাজ করে.

TASIS-এর মূল কাজসমূহ

1. শরিয়াহ স্টক স্ক্রিনিং (**Stock Screening**): ভারতের প্রধান শেয়ার বাজারগুলোতে (যেমন **NSE** ও **BSE**) তালিকাভুক্ত হাজার হাজার শেয়ারের আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে তারা হালাল বা শরিয়াহ সম্মত স্টকের তালিকা তৈরি করে.
2. **BSE TASIS Shariah 50 Index**: বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (**BSE**)-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে তারা ভারতের প্রথম শরিয়াহ-সম্মত অফিসিয়াল সূচক "**BSE TASIS Shariah 50**" তৈরি করেছে, যেখানে ভারতের সেরা ৫০টি হালাল কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত থাকে.
3. শরিয়াহ অডিট ও পরামর্শ: বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি, ব্রোকারেজ হাউজ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে শরিয়াহ নীতি মেনে চলার বিষয়ে তারা প্রাতিষ্ঠানিক সার্টিফিকেট ও পরামর্শ দিয়ে থাকে।

TASIS-এর কঠোর স্টক স্ক্রিনিং ফিল্টারসমূহ (**Financial Ratios**)

বিশ্বের অন্যান্য শরিয়াহ বোর্ডের তুলনায় **TASIS**-এর স্ক্রিনিং পদ্ধতি বেশ কঠোর ও রক্ষণশীল. **Tasis Official Website**-এর তথ্য অনুযায়ী, একটি কোম্পানিকে হালাল ঘোষণা করার জন্য তারা মূলত ৩টি আর্থিক অনুপাত বা ফিল্টার ব্যবহার করে:

- ঋণের অনুপাত (**Debt Ratio**) ≤ ২৫%: কোম্পানির মোট সুদে ঋণ তার মোট সম্পদের ২৫% বা তার কম হতে হবে (আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড সাধারণত ৩৩%, কিন্তু **TASIS** এখানে আরও কঠোর). [5]
- সুদের অনুপাত (**Interest Ratio**) ≤ ২.৫%: কোম্পানিটির সুদ বা হারাম উৎস থেকে আসা আয় তার মোট আয়ের ২.৫% এর বেশি হতে পারবে না (আন্তর্জাতিক নিয়ম ৫%). [5]

- **তরল সম্পদের অনুপাত (Liquid Assets Ratio) ≤ ৯০%: কোম্পানির মোট ক্যাশ এবং ব্যাংক ব্যালেন্সের মতো তরল সম্পদ মোট সম্পদের ৯০% এর নিচে হতে হবে, যাতে শেয়ারের মূল্যের পেছনে বাস্তব ব্যবসার উপস্থিতি স্পষ্ট থাকে.**

সহজ কথায়, TASIS হলো একটি ফিল্টারিং বা সার্টিফিকেশন অথরিটি, যা সাধারণ মুসলিমদের কোনো প্রকার সুদের জটিলতায় না জড়িয়ে সম্পূর্ণ হালাল উপায়ে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে সাহায্য করে.

সতর্কীকরণ ঃ

প্রকাশ থাকে যে, শারিয়া স্ক্রিনিং আধুনিক যুগে ইসলামী স্কলারদের আবিস্কৃত ফিকহী পদ্ধতি। এ পদ্ধতিরে সপক্ষে কুরআন ও হাদীসের কোনো দলীল নেই। এটি সম্পূর্ণ ইজতিহাদী ফাতাওয়া। ইজতিহাদের সপক্ষে কোনো সহীহ দলীলও নেই। মূল ধারার ওলামাদের ফাতাওয়া হল সূদের লেনদেন আছে এমন কোনো কোম্পানির শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হারাম।

স্টক স্ক্রিনিং এর ফাতাওয়ার সপক্ষে কোনো দলীল আছে ?

এ বিষয়ে সব থেকে সঠিক কথা হল **AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) এবং TASIS (Taqwaa Advisory and Shariah Investment Solutions) এর মতো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো স্টক স্ক্রিনিংয়ের বিজিনেস স্ক্রিনিং ঠিকে আছে কিন্তু আর্থিক স্ক্রিনিং এর হারাম ও হালালের যে সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা ফিল্টার তৈরি করেছে, তার সপক্ষে কোনো সহীহ দলীল নেই।**

তাদের দলীল হল-

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, বিদায় হজের বছর আমি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার প্রচুর সম্পদ রয়েছে, কিন্তু আমার একমাত্র কন্যা ছাড়া কোনো ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) নেই। আমি কি আমার সম্পদের **দুই-তৃতীয়াংশ (Two-Thirds)** দান বা অসিয়ত করে যাব?"রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন,**"না।"**আমি বললাম,"তাহলে **অর্ধেক (Half)**?"তিনি বললেন,**"না।"** আমি বললাম,"তাহলে **এক-তৃতীয়াংশ (One-Third)**?"তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: **"হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ করতে পারো, তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক বেশি।"** *(সহীহ আল-বুখারি: ২৭৪২, সহীহ মুসলিম: ১৬২৮)*।

হাদীস থেকে ফতোয়ার আইনি যুক্তি (Shariah Rationale)

ইসলামি আইনবিদগণ (Fuqaha) এই হাদীস থেকে একটি সাধারণ উসূল বা মূলনীতি গ্রহণ করেছেন। তা হলো— **কোনো বিষয়ে যেখানে ইসলামে কিছুটা ছাড়ের প্রয়োজন হয়, সেখানে 'এক-তৃতীয়াংশ' বা ৩৩.৩৩% হলো সর্বোচ্চ সীমা।** এর কম অংশকে শরিয়ার পরিভাষায় "সামান্য" বা "নগণ্য" (Trivial/Minor) হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

যেহেতু বর্তমান যুগে সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে সম্পূর্ণ সুদমুক্ত কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব, তাই স্কলাররা এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ইজতিহাদ করেছেন:

- **৩৩.৩৩% এর নিচে রাখার সিদ্ধান্ত:** হাদিসে বলা হয়েছে এক-তৃতীয়াংশও (৩৩.৩৩%) "অনেক বেশি"। তাই ডাও জোন্স বা এসঅ্যান্ডপি ৩৩.৩৩% ধরলেও, AAOIFI-এর শরিয়া বোর্ড আরও সতর্কতা অবলম্বন করে সেটিকে রাউন্ড ডাউন (কমিয়ে) করে **অনূর্ধ্ব ৩০% নির্ধারণ করেছে.**

- **মূল নীতি:** কোম্পানির ঋণের কাঠামোতে সুদের এই উপস্থিতি যেন কোনোভাবেই "প্রধান বা প্রভাবশালী" অংশ না হয়ে দাঁড়ায়, বরং তা যেন ৩০% এর নিচে অর্থাৎ একটি গৌণ বা নগণ্য অবস্থায় থাকে

প্রকাশ থাকে যে,

ইসলামি শরিয়াহ এবং উসূলে ফিকহের (Islamic Jurisprudence) মূল নীতি অনুযায়ী এই ইজতিহাদটি সঠিক নাকি বিতর্কিত—তা নিয়ে সমকালীন শরিয়াহ স্কলার ও ফকীহদের মধ্যে দুটি ভিন্ন ও শক্তিশালী মতামত রয়েছে।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে আধুনিক জয়েন্ট স্টক কোম্পানি বা শেয়ার বাজারের অস্তিত্ব ছিল না, তাই বর্তমান যুগের মুসলিমদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে স্কলারদের ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হয়েছে। তবে উসূলে ফিকহের দৃষ্টিতে এই ইজতিহাদের পক্ষে ও বিপক্ষে গুরুতর যুক্তি রয়েছে। নিচে উভয় পক্ষের অবস্থান তুলে ধরা হলো:

AAOIFI-এর শরিয়াহ বোর্ড এবং ওআইসি (OIC)-এর অধীনে থাকা আন্তর্জাতিক ইসলামি ফিকহ একাডেমি সহ বিশ্বের সিংহভাগ সমকালীন স্কলার এই ইজতিহাদকে সঠিক মনে করেন। তাদের মূলনীতি ও ভিত্তিগুলো হলো:

১. উমুমুল বাওয়া (عموم البلوى) বা সর্বগ্রাসী সংকট: বর্তমান বৈশ্বিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ সুদমুক্ত বড় কোম্পানি খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। মুসলিম উম্মাহ যদি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে না পারে, তবে পুরো মুসলিম বিশ্বের অর্থব্যবস্থা অমুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। শরিয়াহর একটি মূল নীতি হলো— *"কষ্ট দূর করা এবং সহজীকরণ করা"* (المشقة تجلب التيسير)।

২. কিয়াস বা উপমা (Analogy): তারা সা'দ (রা.)-এর হাদীস থেকে এই যুক্তি নেন যে, ৩৩% বা ৩০% হলো শরিয়াহর দৃষ্টিতে "অধিক বা প্রভাব বিস্তারকারী" সীমার সর্বনিম্ন স্তর। তাই কোনো কোম্পানির ঋণের পরিমাণ যদি ৩০%-এর নিচে থাকে, তবে কোম্পানিটির মূল সত্তা সুদের ওপর দাঁড়িয়ে নেই, বরং তা একটি হালাল ব্যবসা।

৩. কোম্পানির পৃথক আইনি সত্তা (Separate Legal Entity): শরিয়াহর দৃষ্টিতে কোম্পানি নিজেই একটি স্বাধীন ব্যক্তিসত্ত্বা। সুদের চুক্তিটি কোম্পানি করছে, শেয়ারহোল্ডাররা সরাসরি সুদের লেনদেন বা সই করছেন না।

ঐতিহ্যবাহী অনেক ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র (যেমন- দারুল উলুম দেওবন্দ এবং পাকিস্তানের জামিয়া করাচীর ফতোয়া বিভাগ) এবং প্রথম সারির অনেক ফকীহ এই ইজতিহাদকে পুরোপুরি শরিয়াহসম্মত মনে করেন না। প্রখ্যাত শরিয়াহ স্কলার **মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী** শুরুতে এই ছাড়ের পক্ষে থাকলেও, পরবর্তীতে এর অপব্যবহার দেখে এবং মূলনীতির দিক থেকে একে ত্রুটিপূর্ণ বলে সতর্ক করেছেন। তাদের আপত্তিগুলো হলো:

১. ইল্লাত বা কারণের ভিন্নতা (Difference in Context): সা'দ (রা.)-এর হাদীসটি ছিল ওসিয়ত বা দান সংক্রান্ত। দানের সর্বোচ্চ সীমার সাথে সুদের মতো একটি কবিরা গুনাহ ও হারাম বিষয়ের অনুপাতের তুলনা করা উসূলে ফিকহের নিয়মানুযায়ী সঠিক কিয়াস নয়।

২. সুদের সামান্য অংশও হারাম: কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, *"তোমরা যদি তওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই..."* (সূরা বাকারা: ২৭৯)। এখানে ১% সুদেরও ছাড় দেওয়া হয়নি। তাই ফকীহদের একাংশ মনে করেন, ৩০% সুদী ঋণ থাকা কোনো কোম্পানির শেয়ার কেনা মানে পরোক্ষভাবে সুদের সাথে অংশীদার হওয়া।
৩. জরুরি অবস্থা বা 'যরূরাত' (Necessity) চিরস্থায়ী নয়: ইসলামে বিশেষ প্রয়োজনে হারামকে সাময়িক বৈধতা দেওয়া হয় (যেমন- জীবন বাঁচাতে মৃত পশু খাওয়া)। কিন্তু শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কোনো জীবন-মরণ সমস্যা বা 'যরূরাত' নয়।

- [*An Introduction to Islamic Finance* (অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলামিক ফাইন্যান্স)]
- **ইংরেজি সংস্করণ (Idaratul Ma'arif):** এই সংস্করণের **পৃষ্ঠা নং ২০৭ থেকে ২১৫**-এর মধ্যে "Investment in Shares" (শেয়ারে বিনিয়োগ) উপশিরোনামে সুদী ঋণ ও সুদী আয়ের সহনীয় মাত্রা (Screening Criteria) এবং এর সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা রয়েছে।
- **বাংলা সংস্করণ (মনন প্রকাশ):** অনুবাদভেদে এই কিতাবের **পৃষ্ঠা নং ১৭৫ থেকে ১৮৫**-এর মধ্যে শেয়ার বাজারের এই বিশেষ ইজতিহাদ ও তার অপব্যবহারের সতর্কবার্তা সংক্রান্ত আলোচনাটি পাওয়া যাবে।
- বিনিয়োগকারীদের করণীয়:
- আপনি যদি অত্যন্ত সতর্ক ও তাকওয়াপূর্ণ জীবন যাপন করতে চান, তবে প্রথাগত শেয়ার বাজার এড়িয়ে সম্পূর্ণ সুদমুক্ত খাত (যেমন- রিয়েল এস্টেট, সরাসরি ব্যবসা, বা সম্পূর্ণ ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড/সুকুক) বেছে নিতে পারেন।
- আর আপনি যদি আধুনিক ফাইন্যান্সের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে বিনিয়োগ করতে চান, তাহলে AAOIFI-এর শরিয়া স্ট্যান্ডার্ড ২১ অনুসরণ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে জিম্মেদরী আপনার। কারণ স্টক স্ক্রিনিং এর সপক্ষে কোনো আয়াত বা হাদীস নেই।

তাক্বওয়া স্ক্রিনিং :

তাকওয়া কী? তাকওয়া (تقوى) একটি আরবি শব্দ, যার শাব্দিক অর্থ হলো—বেঁচে থাকা, আত্মরক্ষা করা, ভয় করা বা পরহেজগারী অবলম্বন করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলার ভয়ে যাবতীয় অন্যায়, পাপাচার ও হারাম কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং তাঁর আদেশসমূহ যথাযথভাবে পালন করার নামই তাকওয়া।

সহজ কথায়, আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর প্রতি ভালোবাস মিশ্রিত ভয়ই হলো তাকওয়া। যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন, তাঁকে মুত্তাকী বলা হয়। ইসলামে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি বংশ বা সম্পদ নয়, বরং একমাত্র তাকওয়া।

কুরআনের আলোকে তাকওয়ার ব্যাখ্যা : পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে তাকওয়ার গুরুত্ব, এর ফযিলত এবং মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

- **তাকওয়া শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি: আল্লাহ তাআলা বলেন–**

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান (পরহেজগার)।" — সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩

- **ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত:** আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের আমলই কবুল করেন। আদম (আ.)-এর দুই পুত্রেরকু রবানি প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27)

"অবশ্যই আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের (আমল) কবুল করেন।" — সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ২৭

- **রিজিক ও সংকট মুক্তির উপায়:** তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ দুনিয়াবী জটিলতা থেকে মুক্তির পথ করে দেন। তিনি বলেন-

.... مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)

"আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে (তাকওয়া অবলম্বন করবে), আল্লাহ তার জন্য (সংকট থেকে) উত্তরণের কোনো পথ তৈরি করে দেবেন। আর তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দেবেন, যা সে ভাবতেও পারেনি। যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" — সূরা আত-ত্বলাক, আয়াত: ২-৩

সহীহ হাদীসের আলোকে তাকওয়ার ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বাণী এবং আচরণের মাধ্যমে তাকওয়ার স্বরূপ উম্মতের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন:

তাকওয়ার মূল স্থান অন্তর: বাহ্যিক বেশভুষার চেয়ে অন্তরের তাকওয়াই আল্লাহর কাছে প্রধান। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বলেছিলেন:

التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

"তাকওয়া এখানে থাকে—তিনি তিনবার নিজের বুকের দিকে ইশারা করেন।"— সহীহ মুসলিম-২৫৬৪। **সর্বাবস্থায় তাকওয়া অবলম্বন:** একাকী বা জনসম্মুখে, সব পরিস্থিতিতেই মুমিনকে তাকওয়া বজায় রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

اتَّقِ اللهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

"তুমি যেখানেই থাকো না কেন, আল্লাহকে ভয় করো (তাকওয়া অবলম্বন করো)। আর প্রতিটি মন্দের পরপরই একটি ভালো কাজ করো, যা মন্দটিকে মিটিয়ে দেবে। আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো।" — জামে আত-তিরমিযী, হাদীস নং: ১৯৮৭, হাসান।

সন্দেহজনক বিষয় পরিহার করা: তাকওয়ার পূর্ণতার জন্য কেবল স্পষ্ট হারামই নয়, বরং সন্দেহজনক বিষয়ও ছেড়ে দেওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»

নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট, আর এ উভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়, অনেক লোকই সেগুলো জানে না। যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকে সে তার দ্বীন ও মর্যাদাকে নিরাপদে রাখে, আর যে লোক সন্দেহজনক বিষয়ে পতিত হবে সে হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন কোন রাখাল সংরক্ষিত চারণভূমির পাশে পশু চরায়, আশংকা রয়েছে সে পশু তার ভেতরে গিয়ে ঘাস খাবে। সাবধান! প্রত্যেক রাজারই সংরক্ষিত এলাকা থাকে, সাবধান আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তার হারামকৃত বিষয়গুলো। জেনে, রেখো, দেহের মধ্যে এক টুকরা মাংস আছে। যখন তা সুস্থ থাকে তখন সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত দেহই নষ্ট হয়ে যায়। স্মরণ রেখো, তা হলো 'কালব' হৃদয়। —সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ১৫৯৯।

সাহাবীদের ব্যাখ্যায় তাকওয়া ঃ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لاَ يَبْلُغُ العَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ»

ইবনে উমর (রা.) বলেন, "কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত তাকওয়ার প্রকৃত হাকীকত বা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না, যতক্ষণ না সে অন্তরে খটকা সৃষ্টিকারী (সন্দেহজনক) বিষয়গুলো পরিত্যাগ করে।"

(রেফারেন্স: এই আসর বা উক্তিটি সহীহ বুখারী-এর 'কিতাবুল ঈমান'-এর একটি অনুচ্ছেদের শিরোনামে ইমাম বুখারী (র.) মুয়াল্লাক হিসেবে উল্লেখ করেছেন)।

তাক্বওয়া স্ক্রিনিং এ শেয়ার বাজার এক নজরে-

1. কোম্পানির মূল ব্যবসা হারাম, শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা হারাম।
2. কোম্পানি হালাল ও হারাম উভয় প্রকার উৎপাদন ও বিপণন করে, শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হারাম।
3. কোম্পানির ব্যবসা হালাল কিন্তু সূদের লেনদেন রয়েছে[সূদ থেকে গৃহীত পুঁজির পরিমাণ বা ইনকাম যাই হোক], শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হারাম-সৌদি লাজনা দায়েমা ও মূল ধারার ওলামাদের ফাতাওয়া। স্টক স্ক্রিনিং এ বিশ্বাসী ফিকহীদের মতে শর্ত সাপেক্ষে হালাল। কিন্তু তাক্বওয়ার দাবী এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা থেকে দূরে থাকতে হবে।
4. কোম্পানির মূল ব্যবসা হালাল এবং সূদের সঙ্গে লেনদেনও নেই। কেবলমাত্র পজিশন বিনিয়োগ ও ক্রয় বিক্রয় হালাল। অন্যান্য পদ্ধতি যেমন মার্জিন ট্রেডিং, অপশন, ফিউচার ইত্যাদি শরিআত নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা হারাম।

❖ ইযতিরারী হালাত বা চরম সংকটাপূর্ণ অবস্থা ঃ

ইসলামী শরীয়তের একটি সুপরিচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী মূলনীতি হলো: "الضرورات تبيح الْمَحْظُورَاتِ " অর্থাৎ, "জরুরি বা চরম সংকটপূর্ণ অবস্থা নিষিদ্ধ (হারাম) বিষয়কে বৈধ (হালাল) করে দেয়।" সাধারণ অবস্থায় যা চূড়ান্তভাবে হারাম, মানবজীবন বাঁচানোর স্বার্থে চরম নিরুপায় বা জীবন-মরণ সংকটে (ইযতিরার বা বাধ্যবাধকতা) তা সাময়িকভাবে গ্রহণ করা হালাল বা বৈধ হয়ে যায়।

নিম্নে দলীলসহ এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. পবিত্র কুরআনের দলীল :

আল্লাহ তাআলা কুরআনের একাধিক আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, জীবন বাঁচানোর জন্য চরম নিরুপায় অবস্থায় হারাম খাদ্য গ্রহণ করা বৈধ। তিনি বলেন-

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)

"নিশ্চয় তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃতপশু, (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের মাংস এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত পশুকে। কিন্তু (জীবন রক্ষার তাগিদে) যে (এগুলো আহার করতে) বাধ্য হয়, আকৃষ্ট হয়েও নয় এবং সীমালংঘনকারী হয়েও নয়, তার কোনো অপরাধ নেই। সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ১৭৩।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119)

"কী হয়েছে তোমাদের, তোমরা ঐ সমস্ত পশু-পাখির মাংস খাচ্ছ না যেগুলো যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলা হয়েছে? তিনি তো তোমাদের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করেই দিয়েছেন তিনি যা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তবে হারাম ভক্ষণে বাধ্য হলে তা স্বতন্ত্র বিষয়। " সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১১৯:

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)

"... কিন্তু কেউ পাপ কাজের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে ক্ষুধার তাড়নায় (হারাম খেতে) বাধ্য হলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অনুগ্রহশীল। " সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ৩।

২. হাদীসের দলীল

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ ও সাহাবীগণের আমল থেকেও এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

জাবির ইবনু সামুরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজন নিয়ে হাররা নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করলো। অপর এক ব্যক্তি তাকে বললো, আমার একটি উট হারিয়ে গেছে। তুমি তা পেলে ধরে রাখবে। সে উটটি পেয়ে গেলো কিন্তু মালিককে পেলো না। উটটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তার স্ত্রী তাকে বললো, এটা যাবাহ করো, কিন্তু সে যাবাহ করতে সম্মত হলো না। উটটি মারা গেলে তার স্ত্রী বললো, এর চামড়া ছাড়াও তাহলে এর মাংস ও চর্বি আগুনে জ্বালিয়ে খেতে পারবো। স্বামী বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করে দেখি। সে তাঁর নিকট এসে এ সম্পর্কে

প্রশ্ন করলে, তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমার নিকট এমন কিছু আছে যা তোমাকে মৃত পশুর মাংস খাওয়া থেকে মুখাপেক্ষিহীন করতে পারে? সে বললো, না। তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তবে তা খাও। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর উটের মালিক ফিরে এলে সে তাকে ঘটনা অবহিত করলো। সে বললো, তুমি যাবাহ্ করলে না কেন? সে বললো, তোমার উট যাবাহ্ করতে লজ্জাবোধ করেছি [সুনানে আবু দাউদ-৩৮১৬, হাসান]।

হারাম হালাল হওয়ার জন্য জরুরি শর্তাবলী : ইসলামে এই ছাড় বা সুযোগ ঢালাওভাবে ব্যবহার করার সুযোগ নেই। ফকীহগণ কুরআন ও হাদীসের আলোকে ৩টি মূল শর্ত নির্ধারণ করেছেন:

1. **প্রকৃত জীবনের ঝুঁকি (চরম সংকট):** অবস্থা এমন হতে হবে যে, হারাম জিনিসটি না খেলে বা ব্যবহার না করলে নিশ্চিতভাবে মৃত্যু হতে পারে বা শরীরের কোনো অঙ্গহানি ঘটতে পারে।
2. **হালাল বিকল্পের অনুপস্থিতি:** ওই মুহূর্তে জীবন বাঁচানোর জন্য কোনো হালাল বিকল্প (যেমন: হালাল খাবার, পানীয় বা ওষুধ) কোনোভাবেই উপলব্ধ না থাকা।
3. **সীমার মধ্যে থাকা (শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর পরিমাণ):** এই অবস্থায় হারাম বস্তুটিকে ভোগ বা উপভোগের উদ্দেশ্যে খাওয়া যাবে না। ঠিক যতটুকু গ্রহণ করলে জীবন রক্ষা পাবে, শুধুমাত্র ততটুকুই গ্রহণ করা যাবে, তার বেশি নয়।

বাস্তব কিছু উদাহরণ

- খাদ্যের অভাব: কোনো ব্যক্তি যদি এমন নির্জন মরুভূমি বা বনে আটকা পড়েন যেখানে কোনো হালাল খাবার নেই এবং ক্ষুধার তীব্রতায় তিনি মারা যাচ্ছেন, তবে জীবন বাঁচানোর জন্য তিনি সেখানে মৃত পশু বা শুকরের গোশত ততটুকুই খেতে পারবেন যা তাকে বাঁচিয়ে রাখবে।
- তীব্র তৃষ্ণা: তৃষ্ণায় ছটফট করতে থাকা কোনো ব্যক্তির সামনে যদি মদ বা হারাম পানীয় ছাড়া আর কিছুই না থাকে এবং তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হন, তবে জীবন রক্ষার খাতিরে কয়েক ঢোক পান করা বৈধ।
- চিকিৎসা ও ওষুধ: চিকিৎসকের মতে যদি কোনো মারাত্মক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জীবন বাঁচাতে এমন কোনো ওষুধের প্রয়োজন হয় যার মধ্যে হারাম উপাদান রয়েছে এবং এর কোনো হালাল বিকল্প বাজারে না থাকে, তবে তা গ্রহণ করা বৈধ।

ইসলাম মানুষের জীবনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। তাই এই বিশেষ পরিস্থিতিতে হারামকে হালাল করার বিধানটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি একটি বিশেষ রহমত ও সহজীকরণ।

শেয়ার বাজারে লগ্নি করা কি উক্ত ইযতিরারী হালাত বা সংকটাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে পড়ে?

না, সাধারণ অবস্থায় শেয়ার বাজারে লগ্নি করা ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় 'ইযতিরারী হালাত' (حالة اضطراري) বা জীবন-মরণ সংকটাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে পড়ে না।

ইসলামি ফিকহ বা আইনশাস্ত্রে 'ইযতিরার' বা চরম সংকটাপূর্ণ অবস্থা বলতে এমন পরিস্থিতিকে বোঝায়, যেখানে একজন মানুষের জীবন, চরম অঙ্গহানি বা অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে (যেমন: চরম দুর্ভিক্ষের সময় কোনো হালাল খাবার না পেয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য হারাম কিছু খাওয়া)। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের বিষয়টি মানুষের জীবনধারণের মৌলিক চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং এটি সম্পদ বৃদ্ধি বা ব্যবসার একটি মাধ্যম।

'ইযতিরার' বা বাধ্যবাধকতার সাধারণ নিয়ম :

ইসলামি শরিয়তের একটি বিখ্যাত উসুল বা নীতি হলো— *"চরম সংকট বা বাধ্যবাধকতা হারামকে সাময়িকভাবে মুবাহ (বৈধ) করে।"* কিন্তু শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ না করলে কোনো মানুষের জীবন হুমকির মুখে পড়ে না। তাই অতিরিক্ত মুনাফা বা সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করে কোনো হারাম বা সন্দেহজনক লেনদেনকে বৈধ বলা যাবে না।

❖ আমাদের করণীয় ঃ

বর্তমান প্রচলিত শেয়ার বাজারে অধিকাংশ কোম্পানিই কোনো না কোনোভাবে সুদ, অনৈসলামিক ফাইন্যান্সিং বা সন্দেহজনক লেনদেনের সাথে জড়িত থাকে। ফলে একজন মুমিন ও মুত্তাকি মানুষের জন্য সেখানে সম্পূর্ণ হালালভাবে টিকে থাকা সত্যিই কঠিন।

ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন করা এবং একই সাথে হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমরা বেশ কিছু চমৎকার, নিরাপদ ও সম্পূর্ণ শরীয়াহ-সম্মত (Halal) বিকল্প উপায় অবলম্বন করতে পারি। নিচে কার্যকরী উপায়গুলো আলোচনা করা হলো:

১. শরীয়াহ-সম্মত ইসলামি উইং ও ইসলামিক ব্রোকারেজ (Shariah-Compliant Investment)

যদি শেয়ার বাজারেই বিনিয়োগ করতে হয় , তাহলে সাধারণ উপায়ে না করে নির্দিষ্ট কিছু শরীয়াহ ফিল্টারিং পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. ইসলামিক ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সিয়াল স্কিম (Islamic Banking)

প্রচলিত ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিট (FDR) সম্পূর্ণ সুদ বা হারাম। এর বিকল্প হিসেবে ইসলামি ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ স্কিমে অংশ নিতে পারেন।

- মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট (MTDR): এখানে ব্যাংক আপনার টাকা নিয়ে ব্যবসা করবে এবং অর্জিত লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ (যেমন: ৬৫:৩৫ অনুপাতে) আপনাকে দেবে। লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব থাকায় এটি সুদের আওতামুক্ত।
- সুকুক বা ইসলামিক বন্ড (Sukuk): সরকারি বা বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের "সুকুক" বা ইসলামিক বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। এটি প্রচলিত সুদি বন্ডের মতো নয়; এটি মূলত কোনো বাস্তব সম্পদ (যেমন: ব্রিজ, কালভার্ট বা পাওয়ার প্ল্যান্ট) এর মালিকানার ওপর ভিত্তি করে মুনাফা দেয়।

৩. সরাসরি অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসা (Musharakah / Partnership)

শেয়ার বাজারের কৃত্রিম শেয়ার বা ফাটকাবাজিতে না গিয়ে বাস্তব ও দৃশ্যমান কোনো ব্যবসায় সরাসরি মূলধন খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ।

- **ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় বিনিয়োগ :** আপনার পরিচিত কোনো বিশ্বস্ত, সৎ ও অভিজ্ঞ দ্বীনি ভাইয়ের হালাল ব্যবসায় (যেমন: গ্রোসারি, কাপড়ের ব্যবসা, আইটি ফার্ম, বা উৎপাদনমুখী শিল্প) অংশীদার বা স্লিপিং পার্টনার (**Sleeping Partner**) হতে পারেন।
- **যৌথ মূলধনী চুক্তি:** শরিয়তের 'মুদারাবা' বা 'মুশারাকা' নীতি অনুযায়ী চুক্তিপত্র তৈরি করে লাভ-ক্ষতির হার নির্ধারণ করে নিন।

৪. রিয়েল এস্টেট ও জমি (Real Estate & Land)

টাকা অলস ফেলে না রেখে বা শেয়ার বাজারে না খাটিয়ে স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা মুত্তাকিদের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ একটি মাধ্যম।

- যৌথভাবে বা এককভাবে জমি কিনে রাখতে পারেন।
- রেডি ফ্ল্যাট বা দোকান কিনে তা ভাড়া (ইজারা) দিতে পারেন। ভাড়ার মাধ্যমে অর্জিত আয় ইসলামে সম্পূর্ণ হালাল এবং এটি একটি স্থায়ী আয়ের উৎস।

একজন মুত্তাকির জন্য মানসিক প্রস্তুতি:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, " إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ إِلَّا بَدَّلَكَ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ "*যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো সন্দেহজনক বা হারাম বিষয় পরিহার করে, আল্লাহ তাকে তার চেয়েও উত্তম কিছু দান করেন [মুসনাদ আহমাদ-২৩০৭৪,সহীহ]।"* **শেয়ার বাজারের মতো অতি-মুনাফার লোভ ত্যাগ করে একটু কম লাভ হলেও সম্পূর্ণ হালাল ও স্বচ্ছ উপায়ে বিনিয়োগ করাই একজন মুমিনের আসল সফলতা।**